কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি

কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

KOTHAR BHITAR CHORKUTHURI

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক পি ওয়ান এইচ

শেরউড এস্টেট

১৬৯ এন এস বোস রোড

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

রাধাগোবিন্দ বরাট

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ২০০০

অন্তিম

ধীরে ধীরে নিভে আসে গোধূলির আলো
মায়ের আঁচল মেলে সন্ধ্যা নেমে আসে
আমার যাবার বেলা ঃ কী ভালো কী ভালো
চকিত সুগন্ধে কার মূর্তি মনে ভাসে

ও মূর্তি তো কোনোদিন ধ্যানে ধারণাতে
ভাবিনি! কিশোর, হাতে বাঁশি, চাপা ঠোঁটে
হাসিতে সমস্ত গ্লানি মুছে দুটি হাতে
আমাকে সে ডাক দেয়! হৃৎপদ্ম ফোটে!

আর চোখে জল আসে বুকে জমে মেঘ
হৃদয়ের ঝড়ো হাওয়া ছিঁড়ে খুঁড়ে শিরা
অবিশ্বাসের গ্রন্থি যন্ত্রণা উদ্বেগ
আকাশে সপ্তর্ষি জাগে পুলস্ত অঙ্গিরা

আমার সমস্ত ভুল ফুল হবে, তা কি
কৃপায় সম্ভব? যাই, ডাক আসে ওই
এ জন্ম এবার যাক ব্যর্থতায়, বাকি
কখনো কোনো না জন্মে দেখা হবে সই।

কিশোর, তোমার ঠোঁটে বাঁকা হাসি, জানি
পাপবিদ্ধ এ কবিকে কৃপাই করবে না
আমার সময় হলো, শুনি কানাকানি
আমার কী হবে তুমি একবার বলবে না?

জাগা

কদিনই একটা সুর আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে
ঘুম ভেঙে আমার কান্নায় ভেঙে যায় বুক
কে যেন আমার সব কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে
পদচিহ্নহীন মরুভূমিতে আমি হেঁটে যাই
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় পাগল হয়ে যেতে যেতে দেখি
তার চাপা ঠোঁটে সেই হাসি হাতে মৌহারী
যার সুরে থর থর করে কেঁপে ওঠে গ্রহ নক্ষত্র

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে কিশোর?
কোথায় আমার সন্ন্যাস কোথায় আমার নির্বেদ
আমার যে যাবার সময় হয়ে গেল প্রভু
অথচ পথ নেই আলো নেই সঙ্গী নেই
এত একা এত অন্ধকার এত কান্না
আমি কী করে যাব কিশোর, কোথায় যাব?
কেন তুমি ঘুম ভাঙাও এভাবে আমার
কেন হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে জাগাও আমাকে
আমি যে অনন্ত জন্ম মৃত্যু ঘুমিয়ে ছিলাম
এত অবেলায় তুমি কেন জাগালে আমাকে নাথ?

ব্যর্থ

দুয়ারে দু'হাত আমি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম
সারাটা জীবন। কেউ আসব বলেছিল? কেউ কথা
দিয়েছিল নাকি? না তো। মনে নেই আর।
এখন নিভেছে আলো নেমেছে ব্যাকুল অন্ধকার
ছলাৎছল জলে নৌকো দুলেছে আমার
যাবার অন্তিম লগ্নে। অন্ধ চোখে তীরে খুঁজে কাকে
যে কিশোর মাঝে মাঝে একটি করুণ সুরে ডাকে?
সে কোথায় কোথায় সে—ভেসে যায় ব্যথা
দুয়ারে দু'হাত আজও মূর্তিমান পাথর ব্যর্থতা।

তুমি শুয়ে থাকো

তুমি শুয়ে আছো তুমি চেয়ে আছো তুমি দেখেও
দেখছো না একজন নিঃস্ব মানুষের প্রপন্নার্তি
তুমি বলেছিলে, আবার আসতে হবে, তুমি
বলেছিলে, আমার মনে আছে; সবার কি হয়!
কিন্তু মৃত্যুকে এত ভয় কেন আমার?
তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ যেন শরীরে লাগছে
তার পায়ের শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি
একটি অদ্ভুত ধূপের মতো তার গন্ধও যেন নাকে এসে লাগে
তার রূপ? তা কি দেখা যায়? জানি না। আমি জানি না।
তুমি শুয়ে থাকো তুমি চেয়ে থাকো তুমি দেখেও দেখো না।

অশ্রু

কিছুই রাখিনি দেখ গোপনে কোথাও
তবু তুমি ফেলে রেখে চ'লে যাও দূরে
আমার সমস্ত সন্ধ্যা গায়ত্রী কি নাও
জানি না। জানি না। আমি বৃথা মরি ঘুরে।

তোমার পায়ের কাছে রেখে আসি পাপ
আমার অশান্ত চিত্ত জন্ম জন্মান্তর
আমার গোপন কান্না জ্বালা অনুতাপ
কোথায় আমার পথ দেশ গ্রাম ঘর?

সব দিয়ে যেতে হবে সে তো কবে জানি!
তাই উন্মোচিত শূন্য এই করতল
তাই এ শ্মশান এই বুকের রাজধানী
সব ঝাপসা করে আজ দুটি ফোঁটা জল।

ঝরে যায়

একটি কবিতা দিয়ে গেলে।
নম্র নত পদ্মের মতন
একটি নীল নিটোল কবিতা।
সারা ঘর সুগন্ধ ব্যাকুল
সারা ঘরে আনন্দ বেদনা
সারা ঘরে সোনার সেতার।
একটি কবিতা নিয়ে গেলে
বহুদিন বহুদিন পর।
কেন এত দেরি করে এলে?
এত বেশি দেরি করে আসো?
ঝ'রে যায় সংরক্ত গোধূলি
ঝ'রে যায় সংরক্ত গোধূলি।

কথা

কতো জন কতো কথাই বলেছে
শুধু তুমি কিছু বলোনি।
এতো কথা এতো কোলাহল যে
আমি বধির হয়ে গেছি।
শ্রবণহীন মূক আমি স্তব্ধ
কান পেতে রয়েছি বুকের কাছে
যদি কখনো তুমি কিছু বলো
যদি কোনোদিন তুমি কিছু বলো
যদি কোনো মুহূর্তে বেজে ওঠে
তোমার সঙ্গীত সোনার সেতার
যার ঝঙ্কারে ঝম ঝম ক'রে
বেজে উঠবে রাতের আকাশ
আমার হৃদয়গ্রন্থি ধমনী
জেগে উঠবে আমার ঘুমন্ত আত্মা।
আমি কান পেতে রয়েছি কতোদিন
যদি তোমার অধরতাপে ফুটে ওঠে

শুধু দেখতে

শুধু দেখতে চোখে দেখতে এই
সুদূর দিগন্তে চেয়ে থাকা
স্পর্শাতীত কাছে আসো যেই
হিরণ্ময় পাত্রে মুখ ঢাকা

দেখতে পাই না ছুঁতে পাই না তবু
বজ্রসংবেদনে বেজে ওঠো
সর্বস্ব দিয়েও দাও না তবু
ব্রহ্মকমলের ছন্দে ফোটো

ভালবাসবো ভালবাসবো ভালো
এই মাত্র—থাক চাওয়া পাওয়া
ধর্মাধর্ম অন্ধকার আলো
উড়িয়ে নিয়েছে ঝড়ো হাওয়া

কথাকলি, যদি কিছু বলো
যদি তুমি কিছু বলো
যদি তুমি কিছু বলো আমাকে

আনন্দমুখ

তাহলে আমার এই সমর্পণ আমার সমস্ত
শরণাগতি আমার প্রাণপণ প্রস্তুত হয়ে
ওঠার প্রপন্নার্তি নিখিলের অন্তর্বর্তী গভীর
স্তব্ধ আনন্দের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা আমার
ললাটের মৃত্তিকাতিলক সংসারের আঘাত
সমস্ত ছিন্নতা—নষ্ট হয়নি প্রভু?
সব পৌঁছেছে তোমার কাছে সব তুমি
নিজের হাতে কুড়িয়ে রেখেছ এতোদিন!
আজ আমার সব ভার নেমে গেছে আজ
এতো হাল্কা লাগছে যে মেঘের সঙ্গে
সুদূর তারার সঙ্গে উড়ে চলেছি আমি
আজ মনে হচ্ছে আমার জন্ম সার্থক
আমার মৃত্যু সার্থক আমার জন্মমৃত্যুর
ওপারে তোমার ওই উজ্জ্বল মুখ
আমি যে দেখতে পাচ্ছি সখা, আমি যে
আর কিছু চাইনা সখা, আর কিছুনা
আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না আর ...

জানি না

জানি না কীভাবে এই পথ রেখা কোথায় মিলায়
সুদূর প্রান্তরে স্তব্ধ নেমে আসে তৃষ্ণার্ত আকাশ
দুলে ওঠে সসাগরা ধরিত্রী ব্যথিত আনন্দিত
পরিণামহীন এই প্রার্থনা ও প্রপন্নার্তি কাঁপে
জানি না কীভাবে তবে খুঁজে পায় নিজেকে মানুষ
কী করে নিজের হাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে লতাতন্তুজাল
দূরের দরজা খোলে নিকটের দরজা বন্ধ হয়
আনন্দকৌতুকে যেন ঝাঁপ দিয়ে নেমে আসে তারা
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো স্পর্শ করে ল্যাভেন্ডার বন
কিশোর কালের নদী উঠে আসে মর্মর সিঁড়িতে

বালুতট

কিছুই হয়নি। শুধু চোখে
জলে ভেজা মায়াবী সকাল।
কিছুই হয়নি। শুধু বুকে
জলে ভেজা অধীর দুপুর।
কিছুই হয়নি। খালি হাতে
দিনের শেষের নীরবতা।

কিছুই হয় না। ছুঁয়ে যায়
কী যেন কে যেন মাঝে মাঝে
কেঁপে ওঠে শিহরিত সব
অন্ধকার নদীর মতন
রোমাঞ্চিত শাদা বালুতটে।

ক'টি

পথ থেকে পথে পায়ে পায়ে
নেমে এল আরক্ত গোধূলি।
মুছে দিতে দিতে ছায়াতুলি
বৃষ্টিরেখা আঁকে বনচ্ছায়ে।

সে মুখের আলো মেঘলোক
লুকোয় ঃ আমাকে এত ভয়!
ভাসিয়ে দিয়েছি ক্ষতি ক্ষয়
লুটিয়ে রয়েছে ক'টি শ্লোক।

১লা জুলাই ২০০২

সারা ঘরে ধূপ ধুনো চন্দন গুগগুল
অদ্ভুত আশ্চর্য আলো, বিন্দু বিন্দু সুখ
বুকের নিভৃতে, রক্তে, হৃদয়ের শিরা
আনন্দে অলকানন্দা, সমস্ত শরীরে
প্রায় স্পর্শ, যেন ছুঁয়ে আছি পরস্পর
চোখে চোখ ছুঁয়ে আছি সর্বাঙ্গে নীরবে।

আজ আর সকালে কোনো চিহ্ন নেই, শুধু
খুব নিচু শাদা মেঘ বৃষ্টি দিয়ে হাসে
এলোমেলো হাওয়া ঘরে চতুর্দিকে ভাসে
স্মৃতিগন্ধে বিস্মৃতির ব্যাকুল প্রচ্ছদে
সমস্ত মাটিতে ছাপ, দুটি পা'র ছাপ।

কেন যায়? কেন যাওয়া? কেন চলে যাওয়া?
ধ'রে রাখতে প্রাণপণ আসিক্তর মুঠো
দৃশ্যস্পর্শশ্রুতিহীন ইন্দ্রিয়বিহীন
যায়। যায়। কিন্তু আসে। আসে না? তাহলে
সারা ঘরে চন্দনের গন্ধ কে ছড়ায়!

শাদা বৃষ্টি

খুব ইচ্ছে করে আমার কুড়িয়ে রাখা বকুলফুলগুলি
তোমার শাদা হাতের অঞ্জলিতে পরিপূর্ণ ক'রে ঢেলে দিই
ব'সে থাকি তোমার দুটি শাদা পায়ের পাতার কাছে
মুখ তুলে মাঝে মাঝে তাকালে তোমার চোখে চোখ
তোমার হাসিমুখে সকালের পদ্মের মতো এক সৌন্দর্য
তোমার চোখের সজলতায় আমার কিশোর বেলার মেঘ
অধরতাপে ফুটে ওঠা একটি দুটি কথার সুগন্ধ।
এইভাবে কতক্ষণ ব'সে থাকা যায় বলো, কতক্ষণ?
একসময় তুমি উঠবে, বলবে, চলি। আর আমার
সমস্ত আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি নামবে বৃষ্টি নামবে শাদা বৃষ্টি।

নেবো না

বলেছি তো নেবো না কিছুই।
তবু ভয়! তবু এত ভয়!
তাহলে সাহসে ভর ক'রে
কেন ছুঁয়েছিলে দুটি চোখে?
আমার এ মনে তার দাগ
আমার হৃদয়ে তার দাগ
ধুয়ে দিতে পারেনি শ্রাবণ।
মুছে দিতে পারেনি আকাশ।
মনে মনে জরো জরো হলে।
বলেছি তো নেবো না কিছুই

যেন একবার

আমার আর মেঘ নেই বৃষ্টি নেই তেমন
যে তোমাকে দেব, নেই তেমন হাওয়াও
আছে ধূধূ নীল ধূধূ ধূসর ধূধূ শাদা
আর আমার ভালবাসা নেই প্রেম নেই
শুকনো ধুলো আর বালিতে ঢেকে গেছে সব
তোমাকে বসতে দেব যে কোথায় জানি না
খেতে দেব যে কী তাও জানা নেই আমার
জানি, একদিন—, একদিন তুমি আসবে
সেদিন হয়তো বড় আতান্তর বড় অসহায়
আমি কাতর ভাবে তোমাকে ডাকব
তুমি কি আমার কাতরতাটুকু নেবে?
আমার চোখের অসহায়তাটুকু?
তোমার ভালবাসা আমার জানা হলো না
একবার অন্তত একবার যেন অনুভব করি
তুমি ভালবেসেছো তুমি ভালবাসতে আমাকে।

ভালবাসতে বাসতে

ভালবাসতে বাসতে ভালবাসতে বাসতে
এ কোথায় এলাম? কষ্টের এতো আনন্দ!
কাকে ভালবাসলাম কেন ভালবাসলাম
কবে ভালবাসলাম! শুধু সারাজীবন
অন্তহীন এক পথের দু'প্রান্ত দু'হাতে ধ'রে
কাকে ডেকে ডেকে সারা হলাম, ভালবাসা!

১৫ জুলাই ২০০২

আজ পনেরই জুলাই। তো তাতে কী!
কী জন্যে এদিন তুমি লিখে রাখছো?
তোমার মনে পড়বে তোমার মনে পড়বে
একদিন কী বিষণ্ণতায় ঢাকা ছিল ওই মুখ
চোখে কী মেঘমেদুরতা সজলতা

সকালে

কী করছো এখন
কী করছো এখন
এরকম সুন্দর সকালে।
পাতা থেকে ঘাস থেকে
বিন্দু বিন্দু জল
ধুলো থেকে বালি থেকে
বিন্দু বিন্দু সোনা
সারা মনে আলো
সারা ঘরে আলো
কী আনন্দধারা
বইখাতা থাক
বাইরে এসো দেখ
সমস্ত আকাশ
আজ এই সকালে
নেমেছে মাটিতে
শুধু খেতে চুমো।

হৃদয়ে কী ব্যথিত গন্ধের মর্মর
তোমার মনে পড়বে সব, একদিন
সেই ব্যথা ছুঁয়ে তুমি বসেছিলে
সেই বেদনা ছুঁয়ে তুমি হেঁটেছিলে
কোনো কথা হয়নি কোনো কথা হয়নি
একদিন কোনো ঝড়জলের রাতে
একদিন কোনো শ্রাবণঘন দুপুরে
অতি ব্যক্তিগত এই লেখা তোমাকে
সুদূর কোনো বনান্তর থেকে এনে
দেবে স্মৃতির সুরভি বিস্মৃতির
হুহু হাওয়া। আজ পনেরই জুলাই।

একদিন

একদিন মনে হবে ভুল হয়েছিল।
ভুল ক'রে ফুটেছিল ঝ'রে গেছে তাই
পড়ে আছে পথে আজ ধুলোতে বালিতে
হৃদয় মানে না তবু কী উন্মুখ
পরাগসম্ভব তবু ভালবাসতে চায়।
কই ওই মুখে কোনো বিষণ্ণতা? তবে
আমাকে দিয়েছে দুঃখ কেন! একবার
যদি ব'লে যেতে এসে, ভুল, তুমি যাও—
একদিন মনে হবে এই পৃথিবীতে
কোনোদিন কোনোখানে হৃদয় ছিল না!

কষ্ট

আমার ভালো লাগছে না আমার ভালো লাগছে না
একটা কষ্ট বুকের ভিতরে মুচড়ে উঠছে সারাদিন
একটা ব্যথার সুগন্ধ আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলছে
এত কষ্ট এত ব্যথা নিয়ে কী করব আর বলো
গোধূলির আলো বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে আকাশে মাটিতে
ঝ'রে পড়েছে শ্রাবণের সব রাশি রাশি বকুল
আমার ভালবাসা—মাড়িয়ে চলেছ তুমি পথে

ধীরে ধীরে

ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসে
মুছে যায় আরক্ত গোধূলি
বিষণ্ণ নদীর তীরে একা
নীচে জল ছলোছলো স্রোত
স্থির শান্ত পাড়ের পাথর
একটি দুটি থরো থরো তারা
যেন কোনোদিন কোনোখানে
দেখিনি—ছুঁয়েছি? মনে নেই
এ সময় কিছু মনে নেই—
মনে রাখতে নেই ভালবাসা
কিছু রাখতে নেই যে মুঠোতে
সন্ধেবেলা সন্ধেবেলা শুধু
ধীরে ধীরে ঢেকে দেয় সব
সমস্ত জীবন—কলরব।
একা। আরো একা? আরো একা?

কোনোদিন এলে না ডাকলে না কিছু বললে না
আমার ভালো লাগছে না আমার ভালো লাগছে না
আর আমার কিছু ভালো লাগছে না—।

৩ আগস্ট ২০০২

শ্রাবণের মনে এত বৃষ্টিভার! আমি
কী দেবো তোমাকে! এই সুগন্ধী সম্বল
কয়েকটি নির্জন শব্দ তোমার তন্ময় অনুগামী
কয়েকটি টলোমলো নীল নত ভীরু অশ্রুজল

নেবে? তাও নেবে! দুটি শাদা শাদা হাতে!
আমার অনেক কষ্ট আমার অনেক অভিমান
অনন্ত অঞ্জলি পেতে নেবে বলে এসেছ সন্ধ্যাতে
সামান্য কবিকে দিতে সর্বোচ্চ সম্মান।

সকাল

এই ব্যাকুলতা তবে জলমগ্ন নয়?
তাই তুমি এলে না সকালে।
এই তীব্র হাহাকার তবে
বাজেনি তেমন?
তাই তুমি এলে না সকালে!
আজ সারাদিন এই শ্রাবণের বুকে
আগুনে ও জলে
ভেসে যাক এ হৃদয়
খর রাত্রি হলে
স্বপ্নে মনে মনে যাব
স্পর্শাতীত নিকটে তোমার।

ঢের বেশি

অনেক দিয়েছ, ঢের বেশি।
সামান্য কবিকে। তবু লোভ।
তবু আসক্তির শিরা ওঠা
হাত পেতে রয়েছে হৃদয়।

অনেক দিয়েছ, ঢের বেশি।
উপচে প'ড়ে আছে আজও
পথে।

বিগ্রহ

সুগন্ধে পড়েনা মনে? মনে হয় না ঘিরে আছে কেউ?
ভালো লাগে? বলো তাকে ভালো লাগে? বলো

উন্মুখ শ্রবণচিত্তে সে তাকিয়ে রয়েছে; বলবে না?
কিছুই বলবে না? শান্ত নিরঞ্জন বিগ্রহ আমার।
আমার সর্বস্ব নাও, বেদীতলে, আমি যাই আমি ফিরে যাই।

কোনোদিন

বাইশ দিন বেশি নয়? কবিতা? তোমার
কী ইচ্ছে জানি না; আমি পথে পথে একা
ঘুরেছি, তাকিয়ে দূরে পাহাড় চূড়ায় মেঘলোকে
শুধু চোখে দেখবো বলে কবিতা কবিতা
এতই সামান্য চাওয়া, তবু তুমি দূরে চলে যাও
বলেছি তো, কিছু আমি নেবো না তোমার
শব্দ না ধ্বনি না ছন্দ ব্যঞ্জনা প্রতীক কোনো কিছু
নেবো না কবিতা তুমি মাঝে মাঝে এ হৃদয় ছুঁয়ে
এসে বসো মুখোমুখি; শুধুই দাঁড়িয়ে থাকব পথে
কোনোদিন এ জীবনে হবে না স্বয়মাগতা? বলো

জাহাজ

পথে ফিরে ফিরে চাওয়া, শুধু চাওয়া, শুধু
ধূধূ পথ কালোপথ ধুলোতে বালিতে ম্লান পথ
এর বেশি কিছু নেই। আমি যাই। আমি ফিরে আসি।
এরকমই। মানে হয়? আবার আবার পথরেখা।
প্রেমে কি পিপাসা থাকে? কৃষ্ণদাগ, থাকে?
তবে? এ দু'চোখ তুলে ফেলতে হয়। কোথায় মাস্তুল?
আমার জাহাজ কবে চ'লে গেছে সুন্দর জাহাজ
চলো প্রবালের তলে নেমে যাই অতল পাতালে।

একটু আগে

এই একটু আগে ছিলে পদ্মের সৌরভে পূর্ণ ক'রে
উপচে পড়া আনন্দের বেদনার ফেনায় ফেনায়
এই একটু আগে ছিলে সমস্ত হৃদয়খানি ভ'রে
এখন শূন্যতা নিয়ে একা ঘরে, সে বোঝে যে যায়?

সে বোঝে যে ঘরে থাকে দরজা খুলে দিগন্তে দু'চোখ
তার দুঃখ ব্যথা তার অন্ধকার হাহাকার হাওয়া?
সে বোঝে যে লিখে রাখে স্মৃতিভারাতুর ক'টি শ্লোক
তারই জন্যে যে এসে এ ঘরে রেখে গেছে তার চাওয়া?

এই একটু আগে ছিলে। এখন গিয়েছ। সব ফাঁকা।
অনন্ত শূন্যের শীর্ষে দুটি চোখ যেন পটে আঁকা।

২৬ আগস্ট ২০০২

এলে। অবশেষে এলে। তবু তো স্বয়মাগতা হলে না কবিতা।
সেই পথে নামতে হলো। আমাকে দাঁড়াতে হলো। ডাকতে হলো। তবে।
তবু এ আনন্দ আজ জ্বরতপ্ত ললাটে শুশ্রূষা।
তবু এই খুশী আজ অসুস্থ শরীর ছুঁয়ে প্রশান্তিতে ভরে।
তোমার দুচোখে চোখ রেখে আমি শুষে নিয়েছি যে সব জল
হৃদয়ের পিপাসার, কবিতা, করিনি ছুঁতো করিনি তো ছল
খুব সোজাসুজি গেছি—তাই এলে—যদিও স্বয়মাগতা নও।

নেবে বলে

কী হবে কী হবে, আর জানি না, যা হয়
হোক, আমি ওই চোখে পেয়েছি প্রশ্রয়
পেয়েছি আশ্রয় শান্তি সান্ত্বনা শুশ্রুষা
এসেছো রাত্রির শেষে মূর্তিমতী উষা
উদয়াচলের শান্ত প্রসন্ন আকাশে
যদিও দিনান্তে আমি, সূর্য নেমে আসে।
একই সঙ্গে উদয়াস্ত। ঈশ্বরীর মতো
নিয়েছো প্রসন্ন হাতে আমার এ ব্রত
আমার পাগলামী দুঃখ ব্যর্থতা যা কিছু
দুটি শাদা হাতে নাও, ডাকো পিছু পিছু
শুনিনা শুনিনা অন্ধ বধির কবি যে
তোর জন্যে পদ্ম আনি সারারাত্রি ভিজে
কয়েকটি বিষণ্ণ ম্লান শব্দে করি স্তুতি
হাত পেতে নেবে ব'লে এমন আকুতি।

যদি আসে

যদি আসে। আসে না। আসবে না।
তবু। যদি আসে। যদি আসে।
এরই নাম অশ্রু? এরই নাম
পথরেখা? শুধু পথরেখা!
এই একা এত বেশি একা
এরই নাম চন্দন চন্দন!
বলি, চল, গোধূলি মিলায়
ছলচ্ছল কোথায় যে নদী
তবু একী অপেক্ষাকাতর
যদি আসে। আসে না। চন্দন।

যে কোনোদিন

পেতেছি হৃদয়, ওই চোখের আলোয়
ধুয়ে দাও; যেন দাগ না থাকে কোথাও
যেন চিহ্ন কোনোদিন না দেখি কখনো
গভীর নীলের শূন্যে যেন না একটি তারা থাকে।
পেতেছি হৃদয়, ওই চোখের আলোয়
ধুয়ে দাও—ধুয়ে দাও—ধুয়ে দাও নাম
যেন কোনোদিন মনে না পড়ে আমার
যেন কোনোদিন মনে না পড়ে আমার
যেন কোনোদিন মনে না পড়ে আমার।

ভিড়ে

এত মেঘ এত বৃষ্টি এত ঝড়ো হাওয়া
এত মন কেমন ভার অন্ধকার, বলো
কী হবে আমার নিয়ে? কখনো কি তাকে
সমস্ত সম্ভার দিতে পারবো? কখনো কি
তাকে ছুঁতে পারবো এই তপ্ত ম্লান দুটি করতলে?
তাহলে? মন্দিরে থাক সোনার প্রতিমা
সন্ধ্যার নদীর জলে ভেসে যাক পূজা
স্তব্ধ অন্ধকারে একা আমি যাই, জানি
এই লেখা নিয়ে ফের ফিরে আসতে হবে
আবার আবার ভিড়ে কোলাহলে একা

ভেসে যায়

সামান্য কয়েকটি কথা, তাও তুমি নিলে
বিকেল বেলার নদী, কংসাবতী নদী!

সামান্য ইচ্ছের টুকরো, তাও নিলে তুমি
বিকেল বেলার নদী, কংসাবতী নদী!

আর আমার কিছু নেই কিচ্ছু নেই দেখ
বুক জুড়ে ধূপ জ্বলছে সুগন্ধ উদ্বেল।

মনে করো

মনে করো আমি নেই আর
মনে করো আমি আর নেই

তুমি এই পথে যেতে যেতে
তুমি এই পথে যেতে যেতে
একবার দাঁড়াবে না? বলো?

মনে করো বহুদিন পর
আমি নেই কোনোখানে নেই
তোমার কোলের কোনো বই
তার কোনো নাম লেখা পাতা
কাঁদাবে না? কাঁদাবে না? বলো?

মনে করো একটি দুপুর
মনে করো দেবদারুপাতা
মনে করো ছায়াভীরু ক্লাশ
সহসা ভিজিয়ে দিল চোখ!

আমি নেই কোনোখানে নেই

দেখ জলে অন্ধকার জলে ভেসে যায়
সমস্ত মন্দির ছেড়ে আনন্দ-প্রতিমা!

হাওয়া

ভাবি, আর দাঁড়াবো না পথে
সুদূর দিগন্তে তাকাবো না
আর না পাওয়ার অশ্রু নিয়ে
জলে কোনো নাম লিখবো না

কেন যে পারি না থাকতে ঘরে
কেন যে পারি না থাকতে ঘরে
কেন যে পারি না থাকতে ঘরে!

পথে যাই দাঁড়াই ব্যাকুল
দুচোখে উদ্বেল সজলতা
আকাশে বৃষ্টির মেঘ, মনে
অন্ধকার সমুদ্রের হাওয়া

একা একা

একা একা বসেছিলে ম্লান মুখ বিষণ্ণতা মাখা
বিকেলের আলো এসে ছুঁয়েছিল, টের পেয়েছিলে?
বিকেলের হাওয়া এসে ছুঁয়েছিল, টের পেয়েছিলে?
একজন দুচোখের ব্যাকুলতা দিয়ে ছুঁয়েছিল।
রে পেয়েছিলে? এত অমনস্ক কখনো দেখিনি!
কী কথা ভাবছিলে ব'সে একা একা এত বেশি একা?
কেন এত ম্লান মুখ? কী ব্যথা? কিসের ব্যথা এত?
একজন ফিরে গেল খালি হাতে বুকভর্তি ক'রে
কষ্ট হাহাকার নিয়ে বিকেলের পড়ন্ত বেলায়
সে কোথায় গেল? তাকে একটিবার তাকিয়ে দেখলে না!
একা একা ব'সে রইলে ম্লান ছলোছলো দুটি চোখে!

ভালো আছি

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম
ধূ ধূ পথ শুধু ধূ ধূ পথ
একটু একটু আলো ফুটছে ভোর
একটু একটু মুখ তুলছে কুঁড়ি
টলোমলো শিশিরের কণা
অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম।
আজকে তোমার পড়া নেই?

কী লিখব এখন ঘরে ফিরে
শাদা পথ সজল সকাল
জলমগ্ন দুটি সেই চোখ
মায়ামগ্ন সেই দুটি চোখ
স্মৃতিলগ্ন চোখের আকাশ
আকাশে মিলিয়ে যাওয়া তারা?

আর কি তোমার পড়া নেই?

জ্বর নেই। আমি ভালো আছি।

তোমার তীরে

ইচ্ছে করলে গিয়ে ঠিক ধরতে পারি শাদা দুটি হাত
এই তো এখনো পথে হেঁটে যাচ্ছ দ্রুত ও চঞ্চল
মনে মনে ভাবোনি কি একবারও দেখা হোক আজ?
কেন দেখা? কেন যাব? কেন আমি বারবার একা?
তার চেয়ে এই ভালো। আমাকে গোপন করো তুমি।
আমার এ ভুল ব্যথা হাহাকার না পাওয়ার জল
সমস্ত সমস্ত নাও কাঁসাই। তোমার তীরে বসি
পাথরে। পাথরই ভালো। পাথরের ব্যথা নেই নদী?

দেবদারু পাতা

ভুলে যাই ভুলে থাকতে চেষ্টা করি
ছটফট করে দেবদারুদের পাতা
নিচু হয়ে কিছু কুড়োই পকেটে ভরি
জল পড়ে আর পাতা নড়ে যেন ত্রাতা

শুধু দুটি চোখ ব্যাকুল শ্রাবণদিন
শুধু দুটি চোখ অধীর পথের রেখা
শুধু দুটি চোখ অপরিশোধ্য ঋণ
শুধু দুটি চোখ কবে হয়েছিল দেখা!

ভুলে যাই ভুলে থাকতে চেষ্টা করি
জল পড়ে আর পাতা নড়ে জল পড়ে
নিচু হয়ে কিছু কুড়োতে চেষ্টা করি
দেবদারু পাতা! উড়ে যায় ধুলো ঝড়ে।

সেই চিহ্ন

কোনোদিন মনে পড়বে? মনে পড়বে কিছু?
একজন ব্যাকুল-বুকে চেয়ে থাকত, তার
সজলতা মাখা চোখ মুখের কষ্টের
ছায়াশিল্প অন্ধকার, মনে পড়বে? আর
একটি ধূধূ পথরেখা শুধু পথরেখা

ভালো থাকো

তোমাকে তো ভালবাসা যায়।
অনেকেই ভালবাসতে পারে।
পারে না? আমার কথা থাক।
দেখা যে পেতেই হবে তাও
তাও কি কোথাও লেখা আছে?
কে বলেছে আসতে হবে? তবু
ভালবাসা যায়, তবু ভালবাসা যায়
বহুকাল দরজা খুলে একা
দিগন্তে দুচোখ রাখা যায়
একটি দুটি স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে
কাটে না কি সামান্য জীবন!
আমার সামান্য কথা থাক।
তুমি ভালো থাকো। ভালো থাকো।

নিমজ্জিত জলতলে, মনে পড়বে কিছু?
মনে পড়বে? একজন ফিরে গিয়েছিল
খালি হাতে খালি বুকে কাঁসাইয়ের তীরে?
মনে পড়বে, এসেছিলে? পায়ের পাতার
সেই চিহ্ন ঘরে দোরে হৃদয়ে আমার।

হেসে ওঠে

জানি কোনো মানে নেই কোনো মানে নেই।
তবু কেন মাটি দিই জল ঢালি খুঁড়ি?
তবু কেন চেয়ে থাকি সজল দুচোখে?
ফুলের আশায়? না তো। জানি ভালোভাবে
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ঢেকে দেবে সব
আর একটু পরে। জানি সমস্ত তারারা
ঝাঁপ দেবে চুমো খেতে অস্থির প্রহরে
গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে রাত্রিজল যতো
আমার ইন্দ্রিয়হীন সত্তার ভিতরে।
জানি কোনো মানে নেই অর্থ নেই আজ
না জানার মতো কোনো শব্দ নেই। তবু
মাটি দিই জল ঢালি দুহাতে সরাই
রোদ থেকে ছায়া থেকে ঝড় বৃষ্টি থেকে
আর আমার কাণ্ড দেখে হেসে ওঠে কিশোরী নদীটি।

ধূপ

তোমাকে কি পাওয়া যায়? সমস্ত জীবন
অন্ধকার সমুদ্রের মতো হাহাকারে ভেঙে পড়ে
সজল সৈকতে একা। তোমাকে কি পায়?
কেউ কোনোদিন এই পৃথিবীতে? জ্বলে
জাগর প্রদীপ শুধু সারাটা জীবন
ধূপের মতন পোড়ে, ভেঙে পড়ে ধোঁয়া
নিরন্তর রক্তক্ষতব্রতের বেদনা
তোমাকে কি পায় কেউ? দিনের জিজ্ঞাসা
রাতের অতল স্পর্শে ঘুমোয় নীরবে।

শুধু একটি

কোথাও তো কিছু নেই
অন্ধকার হাওয়া
কোথাও তো কিছু নেই
বন্ধ দ্বার ঘর
কোথাও তো কিছু নেই
কোনো চাওয়া পাওয়া
কোথাও তো কিছু নেই
কিছু না তারপর

শুধু একটি বিশ্বাসপ্রবণ
পদ্মের আনন
শুধু একটি স্নায়ুশিরাব্রণ
সমন্বিত মন
শুধু একটি যন্ত্রণার
আনন্দিত ধূপ
পুড়ছে তো পড়ছেই
নিয়ে গন্ধস্পর্শরূপ।

দেখ

এই দেখ কবিতাগুলি ছড়িয়ে দিলাম
দেখ মেঘ অনায়াসে ওরাও মাড়ালো
তুমি থাকলে দু'হাতে কুড়োতে একে একে
ধুলো থেকে বালি থেকে তোমার আঁচলে
এই দেখ যা কিছু ছিল উড়িয়ে দিলাম
আশ্বিনের শাদা মেঘে কাঁসাইয়ের জলে
এখানে আসবে না আর? কখনো সকালে?

স্বপ্ন

কখনো ও দুটি হাত হাতে নিয়ে কেঁপে উঠতে পারি?
আমাদের সামনে জল আমাদের পিছনে পাথর
মাথার উপরে তারা চাঁদ জ্যোৎস্নাভেজা চরাচর
তোমার ও দুটি হাত হাতে নিয়ে বেজে উঠতে পারি?
আমাকে কাঁপাবে তুমি? আমাকে বাজাবে তুমি? এতো
স্বপ্ন কি কখনো ভালো? বৃষ্টিরেখা? নিষ্কলঙ্ক রেখা?

স্মৃতি

আমাদের স্মৃতি কই? ক'টি মাত্র। তাও
বহুদিন ধোয়ামোছা হয়নি বলেই
বাজে না দুপুর আর দেবদারুগুলি
সুগন্ধ হয়েছে ম্লান এ ঘরের। তুমি
ভালো আছো? বাস আসে। বাস যায়। ভিড়।
কেউ নেই। সারা পথ সারি সারি গাড়ি।

বিস্মৃতি

তোমার বিস্মৃতি দিয়ে এই লেখা নেবে বলে হাওয়া
সারাদিন স্কুলে ছিল, এখন বাড়িতে,—সারারাত!

ঋণ

তাকাবো না। জলে একাকার
চোখ মেলে তাকাবো না। আর
দাঁড়াবো না পথে। কোনোদিন
আমাদের নেই কোনো ঋণ

অবসান

একদিন মাথা খুঁড়ে দেখা ভার। তবু
পরম লগন যায়! চলে যাও। চলে যাই। আসি।
এরকমই মায়াজাল। এরকমই বালি।
একদিন ছিঁড়েখুঁড়ে ডুবে গেছি।
সব অবসান।

কার হাতে

কার হাতে দিয়ে যাব তোমাকে, এ অবেলায় বলো
ছিড়ে খুঁড়ে নেবে দল গভীর জঙ্গলে নেবে টেনে
পড়ে থাকবে পীচে পথে শাদা হাত পায়ের অর্ধেক
তোমার বাহান্ন টুকরো—শরীরের—; তুমি?
তোমাকে এ অবেলায় কার হাতে রেখে যাব আমি
কোথায় সে ভস্মলেখা বাঘছাল ত্রিশূল ডমরু
কপালে তৃতীয় চোখ? যার ওপরে লজ্জালাল জিভ
আমাকে দেখাবে তীব্র অন্ধকারে রাত্রির শ্মশানে।

তুমি বলো

প্রায় স্পর্শ, এরকম কাছাকাছি, তবু
যোজন যোজন দূর, সর্বাঙ্গে পিপাসা
তবু যেন নির্বিকল্প, এই পথরেখা
এমন গমন, কষ্ট, বড় কষ্ট, তুমি
কষ্ট পাও? মনে পড়ে? কোনো স্মৃতি? বলো
একবার; আমি যাই আনন্দ নদীর
কল্লোলিনী জলে, তুমি বলো তুমি বলো।

ব্যাকুল পাতাতে

তাকাতে পারিনি, ডাকতে, কথা বলতে, প্রায়স্পর্শ কাছে
তবু যেন বহুদূরে, নিঃশ্বাসের সুগন্ধে মাতাল
আচ্ছন্ন শরীর কাঁপে, কিছু বলতে পারিনি, এখন

সেইসব কথাবার্তা সেইসব অনুক্ত সংলাপ
ঝ'রে পড়ছে সেগুনের ফুলের মতন পথে পথে
বৃষ্টির মতন শুকনো ধুলোতে বালিতে সারারাত
নীলের মতন তীব্র থরো থরো মৃত্তিকা কাতর
তাকাতে পারিনি বলে অনুতাপে ফোঁটা ফোঁটা জল
ভেজায় সামান্য শব্দ কবিতার ব্যাকুল পাতাতে।

পা ফেলে পা ফেলে

কী দেব, কিছুই নেই, খালি হাতে এসেছি বিকেলে।
বিকেলে কেবল ব্যাকুলতা। বিকেলে কেবল ব্যাকুলতা।
তা নিয়ে কী হবে? শুধু কষ্ট পাবে। জলমগ্ন ব্যথা।
তাই নেবে? দুটি ছোট শাদা হাতে রক্তকরতলে?
আমার ব্যথার ভার? আমার সমস্ত ভার? নেবে? তাই এলে
এমন গরিব ঘরে মেঠো পথে পা ফেলে পা ফেলে!

ছলনা

কিছুই নেবো না বলে ছলনা করেছি।
কিন্তু তোমাকে যে চাই, বলিনি সে কথা?
তা না হলে দুঃখ কেন, এত আর্তি বলো?
অতল অশ্রুর পূর্ণ সরোবরে পদ্মমুখখানি
কেন সারাদিন স্থির চেয়ে থাকে এ মুখে আমার?
কেন সে সহস্রদলে ঢেকে ফেলে আমার রাত্রিকে?
কিছুই নেবো না বলে, তোমাকে আমাকে
ছলনা করেছি, আজ স্পষ্ট বুঝি, তোমাকে যে চাই
রক্ত গোধূলিতে—বড় অবেলায়—একান্ত তোমাকে
সমস্ত সত্তায় চাই—ছিন্নভিন্ন ক'রে মায়াজাল।

কবিতা

কবিতা আমার অপহৃত দুপুরের
নূপুর কোথায় পেয়েছো, বেঁধেছো পায়ে!
ভীত বিহ্বল এ ব্যাকুল বিকেলের
দ্বিধা বিভক্ত নদীটি ঃ এসো না নায়ে।

কবিতা তোমাকে দিতে হবে অনাহত
সুষুম্না চিরে অবগুণ্ঠিত ধ্বনি
দেখ সরোবরে ব্রহ্মকমল নত!
যাকে দেবে দাও দু'হাতে মুক্তো মণি।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

আজ সব জানা হলো। হলো না কি? বলো না হৃদয়।
আজ সব শোনা হলো। হলো না কি? বলো না হৃদয়।
এত জানাশোনা! এত জলভার! এত জলভার।
কই, কোনো ব্যথা নেই, কষ্ট নেই, হাহাকার নেই
কী গভীর নীল আজ শূন্যতার অনন্ত আকাশে!
নিজে হাতে কী পরম মমতায় মুছে দিলে সব!

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

আর তবে লিখবো না? আর কিছু লিখবো না? শুধু
প্রগাঢ় ভুলের পাশে ব'সে ব'সে ম্লান হেসে হেসে
প'ড়ে নেবো এই পথ এই সিঁড়ি এই দুপুর আর
সুদূরে তাকিয়ে থাকা সজলতা ছায়াতুর স্মৃতি?

আর তবে লিখবো না? আর তবে লিখবো না কিছু?
এত ভুল! চোখ, তুমি এত ভুল করেছো! এখন
জ্বরের ঘোরের মত চোখ বোজো শুয়ে থাকো একা
শুশ্রূষাবিহীন দিন স্নেহহীন ঃ প'ড়ো পথ প'ড়ো পথরেখা।

বিষণ্ণ গোধূলি

একা আসবে, একদিন একা আসবে; স্বপ্নে বহুদিন
আকাশ-কুসুম ছিল; অবশেষে মৃত্তিকা-মুখর
একা এলে। আশ্বিনের কাঁপা রোদে মায়াবী সকালে।
আমাকে ভয়ের পাখি ঘাড় তুলে বলতে চেয়েছিল
আমাকে ছায়ার পাখি ঘাড় তুলে বলতে চেয়েছিল
আমাকে বৃষ্টির মেঘ হাত তুলে বলতে চেয়েছিল
একটি গল্পের শেষ ঃ একটি ভীরু ভালবাসা মাখা

কেন যে

কেন যে এমন শরৎ প্রভাতে দুঃখ
কেন যে এমন শরৎ প্রভাতে কষ্ট
কেন যে ব্যথায় ঝ'রে যায় সব শিউলি
কেন যে ব্যাকুল দল মেলে জাগে পদ্ম
কেন যে কেন যে জলে ভেজে দুটি চক্ষু

জানি না জানি না জানি না কী হল আজকে
বিষাদের মেঘে ভেসে যায় সব শব্দ
কেন যে আমার কান্নায় কাঁপে যুক্তি
ভেসে যায় সব ভেসে যায় সব প্রচ্ছদ।

সকালের গালে

সকালের গালে কেন ফোঁটা ফোঁটা দু'চোখের জল
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে বিষণ্ণ এ মনের মাটিতে!
কেন যে শূন্যতা এত গাঢ় নীলে গাঢ়তর নীলে
ছড়ায় এ বর্ণহীন বেদনার হাহাকার আজ!
একজন একলা পথে চেয়ে থাকে শূন্য শাদা চোখে
কেউ কি আসবে? কেউ? কেউ না। কিছু না। ম্লান হাওয়া।
পাতা। খড়। ধুলো। বালি। কিছু না। পিপাসামাখা চোখ।
সকালের গালে তার ফোঁটা ফোঁটা টলোমলো জল।

আত্মহনন

তোমার জন্যে আজ অত ভোরে উঠেছি
তাকিয়ে থেকেছি চমকে উঠেছি কাতরতায়
ভেঙে পড়েছি—
তুমি এলে না তুমি এলে না
তুমি এলে না
কতো কাছে অথচ কতো দূরে
রয়ে গেলে
একবার দেখা দিলে না
হয়তো দেখা হবে না আর

আমার বিষাদ
আমার মৃত্যুচিহ্ন
তোমাকে তবে কেন বিহ্বল করেছিল?
কেন এসেছিলে তুমি?
তোমার জন্যে আমার পূজা হলো না
পাঠ হলো না পড়ে রইল নিত্যকর্ম
ধূলায় ভরল পট
অভিমানে যা খুশি ক'রে
উড়ে বেড়ালাম পুড়ে বেড়ালাম
শেষ করলাম নিজেকে
শুধু তোমার জন্যে
শুধু তোমার জন্যে
শুধু তোমার জন্যে

ভ্রান্তিরূপা

কেন যে এমন হলো। কতো কাল পথ শুধু পথ
আকাশ আকাশ মাত্র বৃষ্টি বৃষ্টি। দেবদারু পাতা
তোমরা, জানো না কিছু? ঝাঁটিপাহাড়ীর ক্লাশরুম
জানালায় শুশুনিয়া প্রান্তরের সীমানায় ধূধূ
পঁচিশ বছর। আজ বিকেলে কে মুছে দিল সব
চকের সমস্ত লেখা ভারতীয় দর্শনের নোটস
গতানুগতিক বাস স্কুল বাড়ি বাস স্কুল বাড়ি
যেন ঘণ্টা পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি, সিঁড়ি নেমে যায়
জলের অতলে। আজ একী হলো? একী হলো? একী!
দুচোখে টলোমলো অশ্রু বুকের শ্রাবণে গুরু গুরু
ঝাপসা লাগে পরিচিত পথতরু প্রিয় মুখচ্ছবি
কান্না পাওয়া দুপুরের দুঃখী দিন গোধূলির আলো
কী ছিলো? হারালো? কী যে, জানো তুমি ভুল?
আমার সুন্দর ভুল? ভ্রান্তিরূপা? একবার বলো
তুমিই এ দুঃখ ব্যথা হাহাকার শীতের গোধূলি

মানে নেই

নিরভিমানের নীল জলে
নিজে হাতে তোমাকে ভাসাই

তাই আর দাঁড়িয়ে থাকি না
তাই আর তাকিয়ে থাকি না

ধীরে ধীরে বেলা প'ড়ে আসে
নেমে আসে ছায়াঘন ছায়া

এইখানে তুমি এসেছিলে
এইখানে তুমি বসেছিলে
হেসেছিলে কথা বলেছিলে

এ ব্যথার কোনো মানে নেই

নিরভিমানের দিন রাত
ছুঁয়ে থাকে থরো থরো মন

তুমি আর এলে না এখানে

১৮ নভেম্বর ২০০২

সেই ছোট ঘরে শুরু সেই ছোট ঘরে হল শেষ।
হলই বা নভেম্বর। তবুও বিজয়া। বিসর্জন।
সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল। জানুয়ারী। শীত।
জলস্রোতে ভেসে গেছে প্রতিমা। এখন ধূধূ পথ।
এখন ধূসর বেলা। এখন গোধূলি। এ হৃদয়
এখন কান্নায় ভেজে। ছোট ঘর। একা। হিম। নীল।
আমার অনন্ত শূন্য নিরঞ্জন—তবু নীল! নীল।

করতল

কেন ভয়? কেন এত ভয়?
চলে গেল সোনালী সময়।
কে এলো? কে এলো? কেউ না তো!
ধূধূ দিন ভেজা এই রাতও।
কী ক্ষতি কী ক্ষতি হতো যদি
তুমি একটু থেমে যেতে নদী।
যদি একটু ব'সে যেতে এসে
গরিব কবিকে ভালবেসে
সমুদ্র-সম্ভবা, এইভাবে
চ'লে গেলে তোমার স্বভাবে।
এরকমই রীতি? পৃথিবীতে
হয়তো কেবলই হয় দিতে
প্রসারিত করতলে তার
অলৌকিক সমস্ত সম্ভার।

মুক্তোমালা

রোজ নিয়ে যাই মুঠোতে ক'রে
ফিরে আনি রোজ আবার ঘরে
দিন যায় মাস বছর—আবার
পথ রেখা ডাকে কোথায় যাবার
ডাকে নদী তার বালির চিতা
যাব ঠিক যাব শুচিস্মিতা
একটু দাঁড়াও সে যদি আসে
যদি কোনোদিন—সে ভালবাসে
একটু দাঁড়াও সে যদি দেখে
দেখে ফেলে—তবে মুঠোতে রেখে
এই যে ফিরেছি মুক্তোমালা
তাকে ডেকে দেব জুড়োবো জ্বালা
দহনের আর দহনের আর
আত্মহননে এ কাতরতার।

যে যায়

যে যায় সে যায়। কখনো ফেরে না আর।
অবুঝ হৃদয়, তবু খুলে রাখো দ্বার
তবু চেয়ে থাকো সারাদিন ধূধূ পথে
তবু লেখো তুমি লেখো তবু কোনোমতে
আর ছিঁড়ে ফেলো—পথে পথে হুহু হাওয়া

সাবেকি মেঘের ব্যথায় আকাশ ছাওয়া
পুরনো প্রথায় রীতিতে জলের ফোঁটা
চোখের পাতায় ফোঁটায় সহস্রটা
ব্যথার রক্ত কোকনদ—! দিতে তাকে?
অবোধ! কেউ কি মনে রাখে যাকে তাকে?
যে যায় সে যায়। কখনো ফেরে না আর।
ঘরে ফেরে পথে পার্বতীস্রোত সে অলকানন্দার।

মনখারাপের কবিতা

আমার খুব মন খারাপ আমার খুব মন খারাপ খুব।
তোমার কথা রাখতে আমি পারিনি, মন আমার হাতে নেই
তোমার হাতে, অথচ তুমি এলে না আর, দিলে না চোখ তুলে
আনন্দ সেই আনন্দ সেই আনন্দ সেই আনন্দ সেই—, আমি
পিপাসা-মূক কাতর দুটি ব্যাকুল করতলে
তাকিয়ে আছি তাকিয়ে আছি তাকিয়ে আছি দেখো
শীতের ছায়াগোধূলি, পাখি মুড়েছে ডানা, জলে
শীতল নীল, পদ্ম নেই, পাতায় টলোমলো
একটি ফোঁটা, ঝরার ব্যথা—নেবে না হাত পেতে?
নেবে না এই কবিকে? তার কবিতা? তার হৃদয়? আসবে না?

আমার হলো না, তার মানে

আমার হলো না। তার মানে প্রেম নেই
তার মানে পৃথিবীতে ভালবাসা নেই?
তার মানে আর কেউ যাবে না কিনারে?
বিপজ্জনক ঝুঁকে কেউ কোনোদিন
তুলে আনতে পারবে না মুক্তিমুখী জবা?
কী হলো না? কিছু হয়? জানি না জানি না।
বাইরে জলে ঝড়ে তীব্র বিদ্যুতে যে কাঁপে
ভেতরে সন্তাপে নীল নীলাঞ্জন শিখা
স্পর্শাতীত যাকে ছুঁতে চেয়েছে ব্যাকুল
তার নাম রূপ নেই তার চোখ নেই
তবু সে তাকায় আর ভেঙে পড়ে তার
বিশ্বাসপ্রবণ সন্ধ্যা আহ্নিক অজপা।
আমার হলো না। তার মানে প্রেম নেই!

নিজেকে দু'হাতে মুছে

কোদাইকানালে যেতে বলেছি তোমাকে
কেন জানো? ওর মেঘে কুয়াশায় বৃষ্টিতে বরফে
আমি যে তোমার মুখ এঁকে রেখে এসেছি সেদিন
ওখানে পাইন বনে ব্যাকুল ঝর্ণায়
আঁকাবাঁকা সিঁড়ি পথে শতাব্দীপ্রাচীন
গীর্জার চূড়ার চাঁদে তোমাকে দেখেছি, তুমি তুমি
কী দেখবে—আমার কোনো চিহ্ন নেই আমি
নিজেকে দু'হাতে মুছে শাদা চুল
ঝাঁটিপাহাড়ী স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড।

জ্বর

আজ দু'তিন দিন। শুয়ে আছি। কেউ
কোথাও গানের মত, অশ্রুত। আকাশ
মেঘে মোড়া। ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির ভিতর
কোথাও গানের মত হেঁটে যায় কেউ
নদীর কিনার ধ'রে—শৈশবের কৈশোরের। তাকে
ডেকে উঠতে গিয়ে গলা কাঠ, যেন প্রেত
যেন মৃত্যু ভেদ ক'রে উঠে আসা ভয়ের কঙ্কাল।
জ্বরে এরকম হয়। ঘোরে খুব শুয়ে শুয়ে চোখে
অবচেতনের হাত দেখি এসে ছুঁয়েছে কপাল
মুছেছে জলের রেখা খুব ঝুঁকে ফেলেছে নিঃশ্বাস
আর তাতে পৃথিবীতে এসে গেছে ধর্মে খুব গ্লানি।
জ্বর। শুধু শুয়ে আছি। জানালা দরজা বন্ধ। জ্বর।

অসুখে

অসুখে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে—গন্ধেশ্বরী নদী
বালির চিতায় জ্যোৎস্না শুক্লা সপ্তমীর চৈত্ররাত
মনে পড়ে দুর্গাহিড় কৃষ্ণাদশমীর—দুটি দেহ,
মৃতদেহ, আমি যার সারাৎসার অনন্ত সম্ভার—
অসুখে তাঁদের কথা মনে পড়ে—অসুখে তাঁদের

কাছে যেতে ইচ্ছে করে—এ পৃথিবী ছেড়ে—
পেতে ইচ্ছে করে স্পর্শ স্নেহস্পর্শ। আর এক শরীর
মাটির গভীরে ঘুমে সমাধিস্থ—জন্মের মৃত্যুর
রহস্য দু'হাতে নিংড়ে কোথায় যে তাকিয়ে আছেন
কেবলি আমার মুখে স্মিত হাসি—অসুখে ভীষণ
তাঁকে পেতে ইচ্ছে করে কাছে বসতে কোলে রেখে মাথা
শুধু কাঁদতে শুধু কাঁদতে শুধু কাঁদতে শিশুর মতন
মৃত্যুতে কি পাবো? তবে শ্যামসমান বলি না যে!
অসুখে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন তাঁদের মুখ দেখি।

বালি

সমস্ত দুপুর এসে মিশে যায় বিকেলের বুকে।
বিকেল কি অফুরন্ত অগাধ, গভীর
পৃথিবীর যাবতীয় দুপুরের বেদনা-বিহ্বল।
বিকেলও কী মিশে যাবে সন্ধ্যার ভিতরে?
তারপর সারারাত হাজার হাজার তারা নিয়ে
কেবলই তাকিয়ে থাকবে রাত্রির আকাশ!
আমার সকালবেলা আমার দুপুরবেলা আমার বিকেল
মুঠো থেকে চ'লে যায়, খালি হাত, সারা বুক খালি
গন্ধেশ্বরী থেকে কাঁসাই—কেবল
তাকলামাকানের মত বালি।

স্বাভাবিক

কতো স্বাভাবিক দেখ মুছে ফেলা
হাওয়ায় চকের গুঁড়ো ওড়ে
চুলে মুখে হাতে আর
দেবদারুদের পাতাগুলি
মায়াবী সিঁড়িতে বাঁকা বারান্দায়
জমে ওঠে ঝরে
আজ ছুটি কাল ছুটি পরশু তরশু ছুটি তারও
পরে ছুটি
পঁচিশ বছর

পুরনো কবিতা

পুরনো কবিতাগুলি পড়ো!
পুরনো কবিতাগুলি পড়ো!
পুরনো কবিতাগুলি কেন!

পুরনো কবিতাগুলি ফেলো
পুরনো কবিতাগুলি ফেলো—
দেখ হাত পেতেছে কাঁসাই!

মুছে যাবে—দু'বছরও আরও দু'বছরও
মুছে যাবে
মুছে যাবে? চকখড়ি? ব্ল্যাকবোর্ড.
ভারতীয় দর্শনের ক্লাস?
কতো স্বাভাবিক দেখ
অবচেতনের খুব তলে
একটি ঘাসের ফুল লুকিয়ে রাখার
গেরুয়াপ্রয়াস
আমার কি হবে আমি কোনোদিন শুধোবো না
তোমাকে ঠাকুর।

মনে নেই

আর আমার কিছু মনে নেই।
আর আমার কিছু মনে নেই।

শাদা মেঘ শুধু শাদা মেঘ
শুধু নীল শুধু গাঢ় নীল

আর হুহু শুধু ঝোড়ো হাওয়া।

আর ধূধূ বালি আর বালি।

আর আমার কিছু মনে নেই
কিছু নেই কিছু নেই কোনো কিছু নেই।

চোখ

মনে নেই? ভুলে যেতে যেতে
ভুলে যেতে যেতে খুব নীচে
অবচেতনের তলে রাখোনি? এখন

সব শান্ত প্রকৃতিস্থ স্থির
মৃদু তরঙ্গেরা জলে ঘুমিয়ে—; এখন
সমস্ত বৃত্তিরা রুদ্ধ—যোগ।

ধ্যান

তুমি ব্রাহ্মমুহূর্তের ধ্যান
তুমি সন্ধ্যা গায়ত্রী এখন
তুমিময় চরাচর আজ
শুধু তুমি এলে না একবার

তুমি তো আসো না কোনোদিন
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় যায়
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত গোধূলি
কেউ কখনো পায়না তোমাকে

শুধু জরো জরো ছোট ঘর
শুধু জরো জরো বাগানের
উঠোনের খাবার ঘরের
মাটি গাছ মেঝে ও টেবিল
পাতাবাহারের ডালপালা
দুচোখের হাসিঝরা ফটো
গোপন খামের মধ্যে মোড়া
জ্যোৎস্নার মতন ক'টি স্মৃতি

এছাড়া আর কী দেবে! এই
ঢের। ব্যথা উপচে পড়ে যায়।

নিবিড় শূন্যের নীলে নাম
গভীর শূন্যের নীলে রূপ
অকূল শূন্যের নীলে চোখ

প্রলয়পয়োধি নীরাজন!

কোদাই-কানাল

আর আমি লিখি না। রোজ স্কুলে যাই
ফিরে আসি ঘরে।
কাঠজুড়িডাঙায় বাস ঝাঁটিপাহাড়ীতে বাস
সারাক্ষণ বাস।
সারাদিন ক্লাশ চক ব্ল্যাকবোর্ড ডাস্টার
ব্যাকুল
বারান্দায় দেবদারু সিঁড়িতে দেবদারু জানালায়
গাঢ় নীল শুশুনিয়া
পথে রাধাচূড়া
পথে কৃষ্ণচূড়া
পথে হুহু হাওয়া
তবুও লিখি না। রোজ পুজো করি পাঠ করি
ধ্যান
অনেকটা সকাল সন্ধে।
আর কেন লিখি না?
কোদাই কোনাল
আমি সব লেখা
দিয়েছি তোমাকে!

সেকাল, একাল

আমি তো সেকেলে মানুষ
জানি না বানাতে ফানুস
পদ্মকে দেখি পদ্মই।

তাতে কী? হয়েছে পদ্যই?
নতুন, তবুও অর্থ
রেখেছি তো অব্যর্থ।

আমি তো কখনো মঞ্চ
চাইনি, সেও বরঞ্চ
ডেকেছে পিপলকোটি

কিন্তু নতুনচটি
ফিরিয়ে এনেছে বলতে
শাদা কথা, যেন সলতে

শিবরাত্রির গঙ্গায়।
তবে কি তোমার সংজ্ঞায়
ফাঁক রয়ে গেছে বিস্তর?

পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর
বোঝো না? তাহলে ফালতু
তুমি চলে যাও শালতু।

বাসস্টপ

ভালবাসা এরকমই। এসো।
ভালো থেকো। প্রতিদিন দেখো
একটু একটু করে সব মুছে যাবে। সব
মানে মাত্র ক'টি স্মৃতি। ঝাপসা নীল।
যেন আকাশের মতো। কেউ
ভালবেসেছিল? কেউ? তবে।
এসো। আমি যাই। আসছি। এসো।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া
মাঝে মাঝে মায়াবী দুপুর
মাঝে মাঝে কষ্ট হয় খুব
বেলা প'ড়ে আসে ধীরে ধীরে

হেঁটে যাই হেঁটে ফিরে আসি
পথের মতন শুধু পথ
বাড়ি ঠিক অবিকল বাড়ি
কোথাও কিছুই লেগে নেই

আজ দোল? কাল। আজ তার
শাদা রঙ চাঁদের আলোয়
নীল রঙ রাতের আকাশে
মাঝে মাঝে ফিকে লাল তারা

আমাকে? আমাকে মনে পড়ে?
আমাকে? দীঘির জল? নদী?
ছোট শাদা ভীরু পাখি? গ্রাম?
গ্রামের ও গ্রামের ও মেয়ে?

মাঝে মাঝে হাহাকার ওঠে
হাওয়ায় পাতায় গাছে গাছে
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
বালিশে জলের দাগ। জল?

বন্ধু অবন্ধুদের

এই যদি কৃপা তবে যাই
ডেকে আনি একে ওকে তাকে
একবার 'তোমাকে' দেখাই
এই অন্ধকার তীব্র বাঁকে

এই যদি মন্ত্র তবে তবে শোনো
অনাথ আতুর অন্ধ দীন
এই বস্তু পাওনি কখনো
এই ঝাউ গাছটি অচীন

বস্তুত সেয়ানা নও কেউ
দিনে দিনে হয়েছো ফতুর
নাম-সার যে ভিখিরী সেও
দ্বিজোত্তম সবচে' চতুর

অনেক গিয়েছে, তবু ঢের
এখনো যা আছে; প্রতিক্ষণ
সন্ধিক্ষণ ঃ বিদীর্ণ রাতের
তারাদের আলোড়িত বন

এই নাও আমার বন্ধুরা
এই নাও অবন্ধুরা সব
সাফল্যের মুগ্ধ এ মথুরা
শ্লোকোত্তরা প্রার্থনার স্তব

সব কিছু

সব কিছু তেমনি আছে। সেই পথ হুহু বাস ভিড়
ন্যায় দর্শনের ক্লাশ বারান্দার দেবদারুগুলি
দোতলার সিঁড়ি বৃষ্টি রোদ্দুর টিচার্সরুম সব
তেমনি আছে। বাসস্টপ বাড়ি ফিরবো ফিরে লিখবো শুধু
এক আধটি ছবির টুকরো ভাঙাচোরা সকাল দুপুর
ছবি লিখবো দুটি একটি শাদা ফুল তীব্র শাদা ফুল
সব কিছু তেমনি আছে। সব কিছু। বাইরে ঝরে জল
শ্রাবণসন্ধ্যায় ঝরে ঝরে আজ, ভেতরে আগুন এত তাপ!

ভেজা মুখ

আজ তো শ্রাবণ সন্ধ্যা বৃষ্টি ঝরছে বুকের প্রান্তরে
আজ তো শ্রাবণ সন্ধ্যা বৃষ্টি ঝরছে মনের প্রান্তরে
বৃষ্টিতে ভিজছে না তবু এপ্রিলের সকালের মুখ
বৃষ্টিতে গলছে না তবু এপ্রিলের ব্যাকুল সকাল
বৃষ্টিতে মুছছে না তবু পথরেখা ধুলোর বালির পথরেখা
আজ তো শ্রাবণ সন্ধ্যা বৃষ্টি হচ্ছে কোদাই কানালে?
আলো ও ছায়ায় শিরা উপশিরা বেয়ে বৃষ্টি, আজ?
এপ্রিলের ভেজা মুখ সদ্যস্নান ভেজা মুখ এখনো জুলাই!

আজ কষ্ট

আজ সারাদিন ঝোড়ো হাওয়া
আজ সারাদিন ঘন মেঘ
আজ সারাদিন পথে পথে
আজ সারাদিন কষ্ট খুব

আমার কিসের ব্যথা আজ?
আমার কিসের ব্যথা আজ?
আমার কিসের ব্যথা আজ?

এখুনি বিকেল চলে যাবে
এখনো রয়েছে ম্লান আলো
ধুলো মাখা কয়েকটি স্মৃতিতে
এখুনি ছড়াবে অন্ধকার

মেঘ বৃষ্টি ঝোড়ো হাওয়া থাকো
শ্রাবণের বুকের বিদ্যুৎ
আজ সারাদিনের মতন
সারারাত সারারাত সারারাত আজ।

কোনো লেখা

সব লেখা নিয়ে গেছ কেড়ে।
শাদা পাতা শুধু শাদা পাতা
এলোমেলো ব্যাকুল হাওয়ায়
নিভে আসা অকূল রোদ্দুরে
শ্রাবণের মেঘের মায়ায়
শুধু শাদা শুধু শাদা পাতা
আজ আর কোনো লেখা নেই

নেই? মেঘ বৃষ্টি ঝোড়ো হাওয়া
নেই? পথ, কেঁপে ওঠা পথ?
অন্ধকার বাগানের ফুল?
হাহাকারময় এই মুখ?
কোনোখানে কিছু লেখা নেই!

সব লেখা নিয়ে গেছ কেড়ে!

ছুটি

স্কুল বাড়ি বাড়ি স্কুল বাসস্টপে কালো রাস্তা ভিড়
আজ আমার ছুটি ঃ লিখছি দুটি চোখ চোখের কবিতা
ছিঁড়ে ফেলছি রাশি রাশি শাদা মেঘ শ্রাবণ বিকেলে
ভিজে যাচ্ছে স্মৃতি, বৃষ্টিহীন দিন, আগুনে কি ভেজে!
শ্রাবণের বুকের আগুনে? কিছু লুকোনো কবিতা?
অপ্রকাশিতব্য কি? বিকেলের আলো
নিভে যাবে একটু পরে, একটু পরে দুটি শাদা চোখ
অন্ধকার এ আকাশে জ্বেলে দেবে কোটি কোটি তারা।

কাঁসাই

সকালেই পুজো পাঠ শেষ ক'রে বাগানে দাঁড়াই
গেটে হাত রেখে ভাবি এইখানে ছোঁয়া লেগে আছে
খেতে যে চেয়ারে তার শূন্যতা আমাকে স্পর্শ করে
ছোট সেই ঘরে যেন লেগে আছে দুটি পা'র ছাপ
সোফায় তেমনি গন্ধ জ্যোৎস্নায় রাত্তিরে
যেন পাশে পাশে হাঁটো এলোমেলো, ঘুমে
কখনো তোমার স্বপ্ন দেখিনা, যেহেতু ঘুম নেই
তোমার মতনই সব যায় দূর কাঁসাই নদীর নীল জলে।

ফেলে যায়

যে যায় সে ফেলে যায় আগুনের কণা
ঘরে দোরে বারান্দায় সোফায় চেয়ারে
পড়ে থাকে দিনরাত শাদা শাদা বরফের কুচি
লেগে থাকে চৈত্রমাস শ্রাবণ আশ্বিন
আনাচে কানাচে, অন্ধ চেয়ে দেখে শুধু দুটি চোখ।
যে যায় সে ভুলে যায়, সম্ভবত মুছে যায় পথ
তাকে ঘিরে মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুরের কোদাইকানাল।

চিরন্তনী

এরই নাম ভালোবাসা। এরই নাম অমৃত-যন্ত্রণা।
এই অন্ধপতঙ্গের নিয়তি নির্দিষ্ট গল্পরেখা।
সমাপ্তিসম্ভব। শূন্য। জন্মমৃত্যু ওতপ্রোত। ছায়া।
এই আমার চেয়ে থাকা এই তোমার চেয়ে থাকা—এই।
তাহলে দু'পাশে কেন রাশি রাশি এত রাধাচূড়া?
দূরের পাহাড় নীল? আজও ঝরে দেবদারু পাতা?
কেউ কোথাও নেই কেউ তবু যেন সুগন্ধি নিঃশ্বাস
বিপজ্জনক ঝুঁকে ঝ'রে পড়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
এ মুখমণ্ডলে, বলে, কোনোদিন কিছুই ঝরে না!

হৃৎকমল

এ কার ইঙ্গিতে আজ আনন্দ চমকায় থেকে থেকে
বুকের শ্রাবণমেঘে; দুটি শাদা হাতে মুছে দেয়
অন্ধকার বৃষ্টিধারা মনখারাপ আমার এ মনখারপ, আজ
হঠাৎই খুশির গন্ধ পুরনো বন্ধুর মত এসে
ভ'রে দেয় সারা ঘর ঃ এ কার আতপ্ত তৃষ্ণা? এ কার? এ কার
অন্ধকার বেজে ওঠে মুখমণ্ডলের জলে হৃদয়কমলে!

শেষ ক্লাশ

আজ আমি বহু দূরে চলে এসেছি। আমার সামনে
সমুদ্র শহর স্কাই স্ক্র্যাপার হাইরাইজ এয়ারপোর্ট
আমার চতুর্দিকে মায়া সভ্যতার সংকট আর সিঁড়ি আর টাওয়ার
স্ট্রবেরীর বন হাইডেলবার্গের মঞ্চ স্টাইন আর বার্চ
আধুনিক সীমান্ত গথিক গীর্জা ম্যান্ডোলিন ট্যুরিস্ট
বহুদূরে চ'লে এসেছি আমি আজ।
তবু অন্তর্নিহিত এক নদী
তার ছলছল ধ্বনি মাটির ব্যাকুল বাঁশী আমাকে ডাকে
সেমিনার থেকে হাত ধ'রে তুলে নিয়ে যায় একটি নির্জন
পথে যে পথ গিয়ে থেমেছে লোহার বর্শাগাঁথা এক তোরণে
ভেতরে বট শিরিষ আমলকি আর দেবদারু আর দেবদারু

আর দেবদারুর ঝ'রে পড়া রাশি রাশি লাল হলুদ পাতা
ছেয়ে ফেলেছে প্রাঙ্গণ করিডোর ক্লাশরুম আমার স্মৃতি
বড় বড় জানালায় হুহু হাওয়া প্রান্তরের প্রার্থনা
নীল পাহাড় তার ওপর শাদা মেঘ তার উপর সেই অনন্ত
অনন্তের অন্তর্গত একটা অধীর আনন্দ অস্থির বেদনা
তিলপর্ণ এক কিশোরীর দু'চোখের জলে সিক্ত ম্লান পদ্ম
তার গন্ধ এখনো আমার ঘুম ভাঙায় বলে ওঠো ভোর হয়ে আসছে
ওঠো অপাপবিদ্ধা রাত শেষ হয়ে আসছে।
আমি বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিয়ে
উঠে দাঁড়াই, সমস্ত লতাপাতা শেকড় সরাতে সরাতে দেখি
ছোট ছোট শিশুরা টিফিনের সময় আইসক্রিম খাচ্ছে আনন্দ করছে
প্রজ্ঞানিপুণ শিক্ষকের চুলে শাদা হয়ে যাচ্ছে চকের গুঁড়ো
সরস্বতী পুজোর আলপনায় মেতে রয়েছে মেয়েরা
প্রতিযোগিতার রোদ্দুরে মাঠে উপচে পড়ছে লজেন্স রেস টাগ অফ ওয়ার
খুব সাবধানে পা টিপে টিপে
গিয়ে দাঁড়াই আমার ফেলে আসা ক্লাশের ঠিক পিছনে
কাউকে বলতে পারি না কাউকে চিনতে পারি না কাউকে না
বৃষ্টিতে ঝাপসা দেবদারুর পাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল
আমার অশ্রু কণা।
তখনি ঘণ্টা বাজে ছুটির ঘণ্টা
আমার শেষ ক্লাশের ঘণ্টা।

এখনো, একদিন

আমি এখনো সেই পথে হেঁটে যাই
সেই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকি
সেই বাস আসে সেই ভিড় সেই ঊর্ধ্বশ্বাস
সেই স্কুল সিঁড়ি ক্লাশ ব্ল্যাকবোর্ড
সেই দেবদারু হাওয়া রোদ্দুর দুপুর
বাড়ি ফিরি সন্ধে হয় রাত বাড়ে ঘুম আসে না
তেমনি মন খারাপ হয় আমার বিষণ্ণতা
সকালে কষ্ট হয় বেশি
সকালে বেশি করে মনে পড়ে সব
সেই সব সকালের কথা

আমি এখনো ভুল ক'রে পথে গিয়ে দাঁড়াই
তাকিয়ে থাকি তাকিয়ে থাকি তাকিয়ে থাকি
কেন তাকিয়ে থাকি কোথায় তাকিয়ে থাকি কাকে?
আমি এখনো এটা ওটা বানাই
ভালো মিষ্টি ডাইনিং টেবিলে বসি
সেই চোয়ারটা ফাঁকা থাকে
সেই গেটটা ফাঁকা সেই খাট
ঘরদোর বারান্দা উঠোন সব ফাঁকা ফাঁকা
কী যেন নেই কী যেন ছিল আজ নেই
কী যেন আর কোনোদিন কী যেন
আমি এখনো কষ্ট পাই
একদিন সব ধুলোয় ঢেকে যাবে
বালিতে ঢেকে যাবে ঝরাপাতায় ঢেকে যাবে
একদিন সব শান্ত নিশ্চুপ কোজাগর

সবাই বলে

আমাকে সবাই এসে বলে, মনে রেখো না
আমাকে সবাই এসে বলে, ভুলে যাও
আমাকে সকলে এসে বলে, চলে এসো

তবু আমি সেই পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
ঘরে ফিরে চারদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াই
রাতের আকাশে আকাশে কার সজল চোখ

আমার আর কিছু লেখা হয় না
আমার আর কিছু পড়া হয় না
আমার আর দেখা হয় না অন্য কিছু

আমার চোখ ছাড়া আর কোনো ইন্দ্রিয় ছিল না?
তাই রূপ তাই শুধু রূপ শুধু রূপ?
তাই শুধু রূপের মাধুরিতে মন ভোর?

সবাই বলে, ভুলে যাও ভুলে যাও সব
শুধু গভীর রাতের মর্মর কানে কানে বলে ঃ
মনে রেখো—

ভালো আছো?

আজ লিখব, ভালো আছি, তুমি?
ভালো আছো? মনে পড়ছে, পথে
ভিড়ে কষ্টে ধুলোতে বালিতে—
ভালো আছো? তুমি হাসতে চোখে।
মনে পড়ছে কয়েকটি সকাল
মনে পড়ছে কয়েকটি দুপুর
আজ ছোট্ট ব্যাকুল বিকেলে।
অতদূরে শুনতে পাচ্ছো তুমি?
আমি বলছি ভালো আছো? ভালো?

তোমার সমুদ্র

তোমার সমুদ্র তীব্র তরঙ্গিত ফেনায় ফেনায়
স্নান করায় কী তুমুল জলপ্রপাতের মতো রোজ
সজল সৈকতে তুলে এনে দেয় শঙ্খ আর রঙিন ঝিনুক
দুটি হাতে দুটি পায়ে সেই দুটি শাদা হাতে পায়ে
সর্বাঙ্গ ব্যাকুল সিক্ত ক'রে রাখে তোমাকে প্রত্যহ।
তোমার সমুদ্র কোনো গভীর গোপন কথা বলে না কখনো?
কোনো নম্র দেবদারুর কথা কোনো দীর্ঘ দুপুরের কথা?
কোনো চূর্ণ ছায়ার পিছনে ছায়া জাদুঘর? বলে না? সকালে
তোমার পায়ের তলে জবাকুসুমসঙ্কাশ আলো
বলে না দাঁড়িয়ে আছে আজও পথে একজন আজও?
এত গাঢ় শঙ্খ নীল সজল সৈকতে কোনো প্রচ্ছন্ন কৌতুক
দেখায় না? অনেক দূরে সীমাহীন সমুদ্র-আকাশ?

শতবার্ষিকী ঃ খ্রীষ্টান কলেজ

আর একটু আর একটু বাঁয়ে, হ্যাঁ এবার মুখ একটু উঁচু
হাসুন হাসুন, প্লিজ স্মাইলিং ফেস, রেডি ওয়ান ... কাঁধে
ক্যামেরা উঁচিয়ে ক্ষিপ্র পার্থ কুণ্ডু, মঞ্চের ভিতরে
আনন্দ বাগচীর পাশে পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত তার পাশে
মৃত অরবিন্দ মৃত আদিত্য আমিও—!

একবিন্দু

আকাশ কি ছুঁয়ে আছে তবে
দু'প্রান্তের মাটি!
হাওয়া কি ব্যাকুল পরাভবে
করে পরিপাটি
শোনাতে দু-একটি ছলোছলো
অনুক্ত সংলাপ?
একটি আহত গল্প বলো।
একটি আহত গল্প বলো।
হয় হোক পাপ।

আমিও কি মৃত! তবে? ছবিতে কেবল
সুনীল—চারপাশে তার লতাপাতা শিকড়বাকড়
সুনীল—চারপাশে তার শতবর্ষ ঝুলে থাকা ঝুরি
সুনীল—চারপাশে তার মান্ধাতার পেঁচা ও শেয়াল।

শতবার্ষিকী

ছবি দেখছি মস্ত একটা চার্চ
ছবি দেখছি কলেজ ট্যাঙ্কে আলো
শতাব্দী বট সেগুন শাল বার্চ
শেকড় বাকড় ঝুরিতে সব কালো

কাকে খুঁজছেন ঃ আনন্দ বাগচীকে?
পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত? নামুন নামুন
মঞ্চে বরণ করব অতিথিকে
আপনি মশাই এবার আগে বাড়ুন

ছবি দেখছি আলো পড়েছে জলে
ছবি দেখছি কালি ঢেলেছে রাত
ছবি দেখছি বিচিত্র কৌশলে
মোটিফ বানায় বীভৎস দুই হাত।

বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে

দৃষ্টি যতদূর যায়, কত দূর যায়, যেতে পারে,
আদৌ যায় না, লজ্জা, দাঁড়িয়ে ছিলে কি?
কেউ কোথাও দাঁড়ায় না আর, কেউ কোথাও
দাঁড়িয়ে থাকে না,
কেউ কোথাও বলে না আসুন, এসো, কোনোদিন
কেউ চিঠি লেখে না কাউকে, তাকায় না বিহ্বল
এত স্নেহহীন দিন এমন শ্রুশ্রূষাহীন দিন
পৃথিবীতে ছিল না বোধহয়—
আজ এত অবেলায়
কাল বোশেখীর ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ
প্রায়ই তছনছ করে ডালপালা বাগান

ভয়

সহসা বাতাসে ভেসে আসে
কার কণ্ঠ কণ্ঠস্বর কার
আমার পড়ে না মনে, ত্রাসে
দুলে ওঠে নীল অন্ধকার

কেন ত্রাস নীলের ভিতরে?
নীল মানে শূন্যতা তো। তবে?
কে ডাকে ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে
আমার সমস্ত পরাভবে

তাকে চিনি? তাকে আমি চিনি?
ভীষণ! বাতাস! আমি ঋণী।

লণ্ডভণ্ড করে সব
যতদূর দৃষ্টি যায় মেঘের মিনারে
চোখের আরক্ত রেখা
যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর কিনারে
চুলের কৃষ্ণাঙ্ক রেখা
যতদূর দৃষ্টি যায় লজ্জার শিখরে
গোপন কলঙ্ক রেখা
যতদূর দৃষ্টি যায়, কতদূর যায়,
যেতে পারে,
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে নীল আচ্ছন্ন কিশোরী, বন্ধ চোখের
ভিতরে কিছু দেখো
কিছু, কোনো কিছু, রক্ত রেখা?
কোদাই কানাল!

কয়েকদিন বৃষ্টি

কয়েকদিন বৃষ্টি হচ্ছে ঝড় বইছে মেঘের পাহাড়
আমি পড়ছি দু'বছর আগে লেখা কয়েকটি কবিতা
আমিই লিখেছি, শিরোনামে আছে কয়েকটি তারিখ
কয়েকটি আনন্দ-স্মৃতি কয়েকটি ব্যথিত স্মৃতি শুধু
অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে প্রমত্ত ব্যাকুল ঝড়ো হাওয়া।

আমি জানি, তুমি পড়বে, তুমিও, তোমারও
আকাশে মেঘের দেশে বৃষ্টি হবে বিদ্যুৎ চমকাবে
গভীর ভিতরে বইবে অন্ধরাগে তীব্র ঝোড়ো হাওয়া
মাঝে মাঝে, চোখে, ওই সজল ব্যাকুল দুটি চোখে
বহুদূর থেকে ভাসবে পট্টবাস গলায় রুদ্রাক্ষ এক কবি।

আশ্রম, রথযাত্রা ৯৮

কেউ একজন ছিল কেউ একজন নেই।

কোলাহলে ভিড়ে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজে
সে কথা তলিয়ে যায়।

নদীর শুকনো বুকে হু হু হাওয়া
গাছের কঙ্কালে হু হু হাওয়া
পাথরের করোটিতে হু হু হাওয়া।

কেউ একজন ছিল কেউ একজন নেই।

তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছো!

লেখা

এসো, আর ছাপতে দেবো না, শুধু
এই শাদা পাতা ভ'রে বেজে ওঠো।

এসো খড়কুটো ছেঁড়াপাতা ছাই
এসো পথছায়া শাদা রেখা শ্মশান
এসো ভাঙা নৌকো বালি ঝড়ো হাওয়া
এসো প্রণতি প্রপন্নার্তি ভয়
এসো উত্থান জাগরণ জয়
এসো ব্যর্থতা অপমান ঘৃণা
এসো ভালবাসা অনির্বচনীয় তুমি

আর ছাপতে দেবো না আর
আমাদের মাঝখানে অন্ধ কেউ নেই।

মফস্বল

যদি লিখি খ্রীষ্টান কলেজ
যদি লিখি কাঠজুড়ির ডাঙা
যদি লিখি কেঁদুডির মাঠ
লোকপুর গোবিন্দনগর?

কলকাতার মানুষ জানে না
বাঁকুড়া কবিতা হতে পারে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন ঃ
'কলকাতার মানুষ মানে না'

তবুও কলকাতা যাওয়া চাই
তবুও মুখের দিকে চেয়ে?

যদি লিখি বিদ্যানিধি রোড
যদি লিখি নতুনচটি বা
স্কুলডাঙা প্রতাপবাগান?

সুতানুটি গোবিন্দপুরের
লোকে বলবে ঃ দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো।

যত মূল্যবোধ আজ ওই
ময়দানের পেটের ভিতরে
যত বুদ্ধি বোধ আজ ওই
কলকাতার পথের শহরে!

বাঁকুড়া বাঁকুড়া, মূর্খ কবি।

গোপন

আসলে কখনো তুমি ভালবাসোনি।
তাই পথ পথে পথে কোনোমতে কাটানো জীবন।
বড় ব্যাকুলতা হয় এখন বিকেলে একা একা।
শুধুই নিজের জন্যে লেখা? শুধুই নিজের জন্যে লেখা!

সামগ্রিক

ছবির পরিপ্রেক্ষণ তত্ত্বে তোমাকে দেখি
তাই নিকট দূরের সত্য চোখে পড়ে না
সমগ্র সত্যের যে নিকটও নেই দূরও নেই
একথা তোমাকে বললে কাব্য হবে না
বোধগম্য হবেনা পাঠকেরও
তাই আপাতত তুমি বাস থেকে নেমে যাও
আমি চলে যাই আমার গন্তব্যে
ধুলোর পথরেখা বালির পথরেখা
দু'প্রান্তে ধ'রে থাকুক অনন্তবন্ধুর প্রান্তর
পূর্ব গোলার্ধ পশ্চিম গোলার্ধ
বিধৃত হয়ে থাকুক এক অখণ্ড সমগ্রতায়।

ক্ষণকাল চিরকাল

শুধু দুঃখ শুধু কষ্ট শুধু হাহাকার
শুধু অভিমান শুধু আঘাত শুধু সংক্ষোভ!
এরকমই কি তুমি চেয়েছিলে?
তাহলে আকাশে এত আনন্দ কেন?
অন্তর বাহির ওতপ্রোত ক'রে কেন এই স্তব্ধতা?
কিসের অভিমুখে অহরহ এই পরিণাম?
হে সহজ হে জটিল
হে অবসান হে আরম্ভ
হে আনন্দ-আকাশ
একবার—একটিবার অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাও
ক্ষণকালের জন্যে চিরকালের জন্যে বেজে উঠি।

সত্যি কথা

তুমি আমার শব্দ শোনো অনাহত
আমি তোমার দগ্ধপ্রাণ বিষণ্ণতা
আমরা দুজন পরস্পরের বন্ধু যত
শত্রু তত—এটাই ভীষণ সত্যি কথা।

অতি শান্ত

ঘাস লতা কাঁটা গাছ আচ্ছন্ন আকুল
স্মৃতিহীন সীমাহীন সুদূর কিনারে
নদী থেকে উঠে আসে বালির চিতারা
বৃদ্ধ অশ্বত্থের পাতা মর্মরে নিঃশ্বাস
একজন অতিক্রান্ত কবি কাঁদে নাকি!

চন্দনা ও নির্মল সেনগুপ্তকে

লজ্জা এসে ঘিরে ফেলে ঃ আমাকে এখনও
মনে রেখে নববর্ষ! মনে রেখে কী সুন্দর কার্ড!
আমি তো লিখিনা কিছু; নেই প্রয়োজনও!
ব্যথা এসে ঘিরে রাখে কষ্টের পাহাড়।

আমার কী আছে আর শব্দ ছাড়া বিষণ্ণ করুণ
তাই দিয়ে গেঁথে তুলি অনির্বচনীয়
উপচানো আনন্দ এই চিঠি পেয়ে; একটু ধরুন
মাকে ডাকছি, কথা হলো দূরভাষপ্রিয়—

বাঁকুড়ার মেয়ে, কই? কথা ছিল এবার সামারে
আমরা জাঁকিয়ে বসব, জমে উঠবে সিদ্ধার্থের বাড়ি
রবিদা কবিতাপ্রিয় ধুন শুনবে মায়াবী গিটারে
কেউ না, কিছু না, হাওয়া। বলব নাকি আড়ি?

নির্মল সেনগুপ্ত, রইল প্রীতি নমস্কার—
দুজনে নেবেন; স্নেহ ছোটদের; আসি।
বাঁকুড়ায় এলে, রইল নেমন্তন্ন একান্ত আমার
আজ এই। শুভরাত্রি শীতরাত্রি স্বপ্নরাশি রাশি—।

রাত

রয়েছি পাশের ঘরে।
টুকরো টুকরো শব্দ ভেসে এসে
কী সুন্দর বিঁধে যায়
গড়ায় রক্তের ধারা ছড়ায় মধুর ...
রাত্রির গোপন গল্প
আমি সাক্ষী
আর কেউ জানে না।
আর কেউ জানেনা; কেউ বিশ্বাস করবে না।
শুধু সাতটি তারা ভাঙবে অন্ধ সংস্কার
শুধু বৃষ্টিধারা আনবে হাওার শীৎকার
শুধু অগ্নিসম্ভবের ধর্মাধিক অতন্দ্র জীবন
গড়াতে গড়াতে
সমস্ত শোণিতস্রাব শুষে নেবে এ মূর্চ্ছিত রাতে!

মেঘ

কেবল একাকী একটি ইচ্ছে ভেসে আসে
যেন শুভ্র মেঘ নীল শরত-আকাশে
টলোমলো সজলতা আমাকে কেবল
বলে, দেখ দেখ ওই দুটি চোখে জল
তোমাকে ভেজায়, তুমি কথা বলো কথা বলো, তার
বীণার সোনার তার ছুঁয়ে তোলো মধুর ঝঙ্কার
ব্যাকুল আঙুল কাঁপে ছুঁতে—তাই চোখে
চোখ রাখি ঃ ছেয়ে যায় মায়াবী কোরকে
ধুলোর বালির এই পৃথিবী ঃ তুমি কি
কখনো দেখেছো আমি তাই নিয়ে লিখি
একটি কবিতা খুব রাত হলে ঘুমোলে সবাই?
তোমার রাতের নীল জানালায় নীরবে দাঁড়াই!

মায়াবী সম্ভার

লিখতে গেলেই চোখের আকাশ সব শুষে নেয়; হাতে
ঝর্ণাকলম ঝরতে ঝরতে থমকে শুধোয়, এ কী?
এ কোন আকাশ, আর তখুনি সেই অভিসম্পাতে
বাসের মধ্যে ভিড় জমে যায় কী করে মুখ দেখি।

ভিড়ের মধ্যে মুখ দেখি না, চোখ দেখি না, চোখে
নীল দেখি না, দিন কেটে যায়, আসা যাওয়ার পথ—
প্রায় ভুলে যাই, হঠাৎ বধির যবনিকার লোকে
ছলকে ওঠে আকাশ—দুলে সমুদ্র পর্বত

চোখের আকাশ ভাসায় আমায় ডোবায় ঘন নীলে
নীল কোনও রঙ নয় ভাগ্যিস, চোখে পড়ে না কারও
শুধোয় না কেউ সামনে হঠাৎ ভিড়ে কোথায় ছিলে?
এ কোন আকাশ শূন্যতার এ মায়াবী সম্ভারও!

অশেষ

যাকে যা দিয়েছো দাও তিলমাত্র বঞ্চিত করেনা।
কিন্তু তাই শেষ, এই কথা ভুল। জানো না তোমার
অফুরন্ত ভালোবাসা—রূপে রসে বর্ণে কী ব্যাকুল
দিতে শুধু দিতে চায়, জানো না কী বিচিত্র সুন্দর
প্রণতিমুদ্রার মূর্তি কাঁপে তার সর্বাঙ্গীন তাপে
তাকে দাও পৌরাণিক শ্লোকোত্তরা নদীটির মতো
উন্মুখ উন্মাদ কোনো কবিচিত্তে—তাতল সৈকতে।

সুন্দর

অত ভিড় অত কোলাহল যাদুবলে
চকিতে মিলায় চোখে চোখ রাখো যেই
আমি সে স্পর্শ কী নিপুণ কৌশলে
লুকোই হৃদয়ে অতলে মুহূর্তেই

গভীর গোপনে ছুঁয়ে থাকো সারাদিন
গভীর গোপনে ছুঁয়ে থাকো সারারাত
ও দুটি চোখের স্পর্শের সেই ঋণ
শোধ ক'রে দিতে পেতে রাখি দুটি হাত

অকূল আকাশে অতল পাতালে দেখ
ঘাসে ঘাসে ছায় তৃষিত এ মৃত্তিকা
গোপন স্পর্শ থাকে না অনুল্লেখও
পোড়ে শুধু পোড়ে গোপন অগ্নিশিখা

একটি নিমেষ স্থির হয়ে থাকে বুকে
একটি নিবিড় স্পর্শের অনুভূতি
চোখের সজলে লেগে থাকে দুখে সুখে
কবি প্রতিদিন পেতে রাখে তার শ্রুতি

'ভালবাসি এই চির পুরাতন কথা
নতুন বাণীতে বেজে উঠবার আশায়
ভেসে যায় তার রীতিনীতি প্রথাটথা
সুন্দর তাকে নীল স্রোতোজলে ভাসায়।

নেপথ্য

মনে করছো ভুলে গেছি
মনে করছো দেখিনি কখনো।

বাইরে ছেঁটে দাও, বাইরে
ছোট করো—ভেতরে? ভেতরে?

বুঝবে কি ভিড়ের মধ্যে
চিনবে কি এমন কোলাহলে?

পড়ে থাকবে নিতান্ত সহজ
আটপৌরে নিচু কিছু কথা।

একদিন স্ফুলিঙ্গ সজল
একদিন কোনও একদিন।

বস্তুত আমার নাম নেই
আমাদের কোনও নাম নেই।

আছে তীব্র সংবেদনশীল
পর্যাকুল প্রবল অতীত।

দৃষ্টিসম্পাত

আমি যৎসামান্য চাই। এখন অল্পই প্রয়োজন।
তুমি কী সর্বস্ব ছাড়া কিছু দিতে শেখোনি এখনো?
এতো কি সহজ নেওয়া! দেখ কতো ছোট করতল
আঁকাবাঁকা আঙুলের কতো ফাঁক। বেলা প'ড়ে আসে।
বেলা প'ড়ে আসে। আর ছায়া দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়।
শুধু মাঝে মাঝে ভরো, জরো জরো কেঁপে উঠি দৃষ্টির সম্পাতে।

সিমলা যেতে

আমি ওদের সঙ্গে যাবো? লোফার ও ল্যাফেঙ্গা নিয়ে
হাঁটবো পথে? তার চেয়ে এই ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যে
ঢের ভালো, ঘর জানালা খুলে দেখায় সুদূর দিগন্ত রোজ
দরজা খুলে দেখায় ধুলোর বালির শুকনো ছেঁড়া পাতার
প্রান্তরে রোদ বাতাস বৃষ্টি নীল কুয়াশা পরদা খুলে
আকাশ ঢোকে জ্যোৎস্না সহ চূর্ণ তারার গন্ধসহ
মায়ের চুলের সমুদ্রে এই মুখ ঢেকে ঘুম বোখুম থেকে
বাবুরামের ফোকলা হাসি ছোট্ট হাই এর স্বপ্নে ছুটি
কাটাই, থাকুক মাথায় এবার দেওঘরে বেড়াতে যাওয়া
সিমলা? লোফার ল্যাফেঙ্গাদের সঙ্গে বলো সিমলা যেতে?

চিঠি

চিঠি আসে, শুধু চিঠি, বহুদূর সমুদ্র পেরিয়ে
সমস্ত বেদনা স্তব্ধ, অক্ষরের অমৃত-বিন্দুতে
আমরা নন্দিত হই পরিস্নাত—কতোদিন চোখে
দেখিনি মা তোমাদের, কখনো দেখিনি যাকে তার
স্নেহার্ত সম্ভার পেতে করজোড় কাতর হৃদয়
আসক্ত সংসারী, তাতে ক্ষতি নেই, আমার সন্ন্যাস
কাঁসাইয়ের জলে কবে ভেসে গেছে, এই কাতরতা
অকূল ঐশ্বর্য হয়ে ঘিরে থাক বিকেলের বুকে।

পাতা

এবারও 'বিজয়' লিখে পাঠিয়েছি ডাকে
তুমি কিছু জানাবে না? আমাকে? আমাকে?
কী হলো, কী হয়ে গেল, কী যে হয় শুধু
বুকের ধূসর মাঠ প'ড়ে থাকে তেপান্তর ধূধূ—
শীত আসে, গ্রীষ্ম যায়, হেমন্তের পাতা
প্রান্তরে কী পর্যাকুল ঃ কবিতার খাতা
কয়েকটি কুড়িয়ে রাখে কি জানি কী ভেবে
হয়তো কখনো ঝড়ে উড়ে গেলে কেউ তুলে নেবে।

যখন লিখি না

যখন লিখি না স্তব্ধ শব্দগুলি হৃদয়ের তলে
জ্যোৎস্নায় ঘুমন্ত নীল মায়াময় শিক্ষকের মতো
ভুলে থাকি অভিমানে দূরে থাকি চ'লে যেতে থাকি
জীবনের দিকে আরও তীব্র তল ছুঁয়ে ছেনে নিতে
ওরা বলে ফুরিয়েছে ওরা বলে পড়ে থাক ওরা বলে—তুমি
সে সময় স্পর্শ করো আর আমার সমস্ত মাটিতে
ব্যাকুল বৃষ্টির সে কী ভেঙে পড়া উপচে পড়া নষ্ট হয়ে পড়া!
কষ্ট হয়; ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়ে রয়েছে, চেয়ে থাকি
লেখা না লেখার সেই মাঝখানে শেকড়ের ডানা
জলের প্রতিটি ভার বাতাসের ছন্দ আকাশের
নীলের তরঙ্গ দাহ অক্ষরের যক্ষ মনস্তাপ
বিষের ঘুমন্ত আভা দিনের দুঃখের মুখে রাতের শরীরে
এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায়? তুমি প'ড়ে দেখো
তুমি শুধু প'ড়ে দেখো সে কথাও লেখা আছে কিনা।

জীবন, মৃত্যু

ঘুমন্ত সাপের মতো ঠাণ্ডা হিম কুণ্ডলি পাকানো
জাগাতে জাগাতে দমবন্ধ চুপ সাপুড়ের বাঁশি
এত স্থির চরাচরে যেন কোনো প্রাণী নেই কখনো ছিল না
হঠাৎ বিস্ফার জ্বালা পাকে পাকে উদ্যত ছোবলে
তারপর অন্ধকার শাশ্বত প্রাচীন অন্ধকার!

বাহান্নর জন্মদিনে

বাহান্নটি তাসের মতো
খেলতে খেলতে জীর্ণ হলো
পোশাক আশাক
বয়স আমার অনন্ত
তার
হিসেব করার দুরূহ ভার
থাকুক শিকেয়
এক কথা যে
বৃদ্ধ হলাম—
বললে ভীষণ রাগ করে দুই ক্রুদ্ধ পাখি
বুলবুলি আর মুনিয়া
এই রক্ষে
আমার ছোট্ট ঋষি
ফোকলা মুখে হাসতে থাকে
বোখুম থেকে
সাত সমুদ্দুর কাঁপতে থাকে তেরো নদী
সুড়সুড়ি দেয় বাতাস
চাপি আমার হাসি
বাবার জন্যে রেবার জন্যে
এবং হঠাৎ
পদ্য লিখি জন্মদিনের
নতুন জামা পায়েস ছাড়াই
পাঠিয়ে দিতে হিমাদ্রিকে
'সংসারে' যে আমার জন্যে
শিরোপা দেয়
'মস্ত কবি'

একটি ফটো

দুটি শাদা হাত শাঁখা পরা হাত পেতে
ধ'রে আছো শাদা বিকশিত পদ্মটি—
সুগন্ধে তার বিহ্বল যেতে যেতে
আমরা আকুল পিপাসিত হিয়া ক'টি।

পৃথিবীতে

তুমি কাকে ভালবেসেছিলে?
তুমি কাকে ভালবাসতে চাও?
এই পৃথিবীতে? বলো কাকে?
তোমার বেদনা নিয়ে ফোটে
সকালে সূর্যের দিকে জবা
তোমার বেদনা নিয়ে ঝরে
সন্ধ্যায় পদ্মের পাপড়িগুলি
সবাই ঘুমিয়ে গেলে কাঁপে
ঘাসে ঘাসে তোমার যন্ত্রণা!
ওরা পৃথিবীকে লজ্জা দিয়ে
তোমার সমস্ত তুলে রাখে
জীবনের কিছুই ফেলে না।

এইখানে

কোথা থেকে কোথা যেতে যেতে
কিছুদিন কাটিয়ে গেলাম।
মনে রাখবার মতো স্মৃতি
ভুলে রাখবার মতো কথা
কিছু নেই—কোনো কিছু নেই।
শুধু কিছু ভুল বোঝাবুঝি
শুধু কিছু জলের ফোঁটার
মতো দিন আর রাত দিন।
এরই নাম জীবন? তাহলে
তাকে তো ফেরাতে হলো বৃথা
এরই নাম মরণ? তাহলে
তাকেও ফেরাই খালি হাতে।
মাঝখানে তবু কে দাঁড়ায়।
অবিকল আমারই মতন
প্রসারিত চির করতলে
সিন্ধুভার প্রারব্ধ-পামীর।

কোথা থেকে কোথা যেতে যেতে
তোমাদের পাথরের দেশে
কী খেয়ালে এসে যে ছিলাম—
মনে রাখবার মতো স্মৃতি
ভুলে থাকবার মতো কথা
কিছু নেই—কোনো কিছু নেই।

চিরকরতলও ভুল ভ্রম!

আঙ্গিক

আমাকেও বলে আঙ্গিক বদলান!

আমি তো কবিতা লিখি না, কবিরা ভুলে
ফেলে চ'লে গেলে মণিময় এক দুটি
শব্দ টুকরো কুড়িয়ে সাজাই ঘর
প্রকৃতি-প্রতিম প্রবাদের মতো। তাও
পছন্দ নয়? পঞ্চাশোর্ধ হলো
(সামাজিক বনসৃজনও সাঙ্গ আজ)
তাহলে? বুঝেছি, প্রয়োজন নেই কিছু
মুখ ফুটে অপ্রিয় কথা বলবার।

স্বভাব সেও তো সঙ্গে সঙ্গে যাবে
যদি তুলে রাখি ভুলে কোনো বনফুল
যদি এনে রাখি ঝ'রে পড়া কোনও পাতা
কবিতারও বেশি কীর্ণ টুকরো ঘাস
তবু কি বনের বাতাসে ব্যঙ্গ করে
বলবে আমাকে ঃ আঙ্গিক বদলান?

তখন আমার চতুর্থ আশ্রমে
চলে যাব ক'রে নিজেই বিরজা হোম
পুরনো নিয়মে গৈরিক আঙ্গিকে
তিলে তিলে নতুনত্বের ঘন নীলে
কেউ বলবে না ঃ এও তো স্পন্দমান!

আসেনি সে

আসেনি সে। আমিও কি অপেক্ষা করেছি কোনও দিন
সব ট্রেন চ'লে গেলে একা একা নির্জন স্টেশনে?
বাড়ি ফিরে মাঝরাতে আলো জ্বেলে ভেবেছি কি কেউ
যেন ডোরবেলে হাত রেখেছিল! প্রায় প্রতিদিন চিঠি আসে
হাবিজাবি, কোনোদিন সেভাবে কি ভেবেছি কখনো
সেও লিখতে পারে। না তো। তবে কেন, 'আসেনি সে' বলি!

জানি না। কোথাও কোনো গল্প নেই। তবু মনে মনে
মাঝে মাঝে সব কিছু খালি লাগে মাঝে মাঝে জলের মতন
যেন কার ঢেউ এসে মুছে দেয় আমাদের প্রতিদিন ক্ষণ
আসেনি সে আসেনি সে অনাহত ধ্বনিতে তখন
পৃথিবীরা চ'লে যায় জ্ব'লে যায় নীলাকাশ তারার আগুনে।

প্রেম

বাঁকুড়ার ঘোড়া বালুচরী শাড়ি আর
পুরুলিয়া থেকে ছৌ এর মুখোশ—এই
এছাড়া এদেশে আর কিছু মেলা ভার—
কথা ছিল দেব তোমাকে একান্তেই।

এ বয়সে এত চটুলতা মানাতো না
তাই কি প্রকৃতি এরকম সংহত?
কেউ জানাতো না কেউ কিছু জানাতো না—
কে এসে ফিরেছে যৌবনে সমাগত।
বড়জোর ক'টি কবিতা অতীন্দ্রিয়

বড়জোর ক'টি চূড়ান্ত আঙ্গিক
চরিত্রহীন ও অনির্বচনীয়
আমাদের ফেলে মেলে দিত দশদিক।

একদিন

একদিন ব'লে দেবে কেউ
এই দেখ তুমি শুধু তুমি
ছড়িয়ে রয়েছো চরাচরে
দেখ দেখ শব্দের ভিতরে
ছন্দের ভিতরে বাইরে দেখ
ব্যথিত ব্যাকুল ব্যঞ্জনায়
শুধু তুমি শুধুমাত্র তুমি।

একদিন মনে প'ড়ে যাবে
তাকে যেন দেখেছি কোথাও
যেন দুটি পিপাসাকাতর
এই চোখ চোখে পড়েছিল

সমস্ত সঞ্চিত সজলতা
একদিন ভেজাবে তোমাকে।

এমনও তো হতে পারে

এমনও তো হতে পারে কেউ আসে প্রতিদিন আসে
আমি তা দেখি না চেয়ে অথবা ঘুমিয়ে থাকি রোজ
সে আমার মুখে চেয়ে চেয়ে ফিরে ফিরে যায় হাতে
তুলে নিয়ে এ ঘরের ছেঁড়া পাতা কবিতার আমারই খাতার
পড়ে আর প'ড়ে প'ড়ে ঝ'রে যায় জলময় সহজ সুন্দর।
এমনও তো হতে পারে একদিনে ঘুম ভেঙে যাবে আর তাকে
হাতে নাতে ধরা যাবে, সে আকুল ব্যাকুল, আমার
অভিমান অপমান আঘাত আড়াল ক'রে হেসে হেসে শুধু
ব'লে যাবে ঃ তুমি লেখো আমি পড়ি ভালবাসি লেখো
তখন সমস্ত জয় পরাজয় থেকে দূরে সুদূরে সোনায়
ছাপা হবে নীলাকাশে তারাদের দেশে এই এইসব সবই।

কার কাছে

আমি কার কাছে যাব কে আমাকে বোঝে
আমার নিজেরই কাছে যেতে যেতে দেখি
তুলে নিয়ে গেছে সব সামাজিক সাঁকো
স্রোতের ভিতরে প্রথা প্রকরণ রীতি ভেসে যায়
আমাকে আড়াল করে দুটি হাত পদ্মের কোরক
আমাকে আড়াল করে দুটি চোখে সূর্যের প্রতিভা
আমি কার কাছে যাব কার কাছে যাব!

ক্লান্তির ভিতর

আবার ক্লান্তির ক্লাশ
ব্ল্যাকবোর্ড ডাস্টার চকখড়ি
সৌত্রান্তিক বৈভাষিক প্রযোজকক্রিয়া প্লুতস্বর
আবার ছুটির ঘণ্টা
ধুলো বালি ছেঁড়া পাতা ছাই
ট্রাক বাস লরি টেম্পো
বাড়ি ফেরা
আবার সকাল ... সন্ধে ... সকাল ... আবার

শুধু হয়তো ভিড়ে বাসে দেখা হবে
কোনোদিন
চোখে চোখ মুক্তির মন্দিরা

বৃষ্টি পড়ছে

বৃষ্টি পড়ছে বেড়ে উঠছে তাপ
বৃষ্টি পড়ছে বেড়ে উঠছে জ্বালা
বৃষ্টি পড়ছে অন্ধকার পাপ
বৃষ্টি পড়ছে রাত্রি ফালাফালা।

বৃষ্টি পড়ছে ভিজে যাছে দেহ
বৃষ্টি পড়ছে পুড়ে যাচ্ছে মন
বৃষ্টি পড়ছে আষ্টেপৃষ্টে কেহ
আলিঙ্গনাবদ্ধ অচেতন।

বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে শুধু
বৃষ্টি পড়ছে আদিগন্ত ধূধূ

রাতের বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক। দরজাতে
এমন রাতে কে নাড়ে ওই কড়া?
তুমুল হাওয়া পাগলামীতে মাতে
অবচেতন করে কি নড়াচড়া?

বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক। চিরদিন
এমন রাত আকাশপাতাল খাক
বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক। সমীচিন
জীবন অসমীচিন মরণ পাক।

বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক। প'ড়ে যাক।

ব্যক্তিগত একদিন

কোনোদিন কিছু চাওনি তুমি
কোনোদিন বলোনি আমাকে
আমিও কি তাকিয়ে দেখেছি
ওমুখে কী লেখা আছে, বলো?
তখন অত্যন্ত ছেলেবেলা
ব্যাকুল উদ্বাহু ছুটে এলে
কী খুশী কী খুশী কী যে খুশী
আমাকে বুঝিয়েছিলে—আজও
মনে পড়ে, মনে পড়ে, মনে—
আজ দেখ আমার এ মুখে
সেই খুশী চেয়ে দেখ বাবা
আমি আজ তোমার ওহাতে
ছেড়ে দিয়ে কতো যে নির্ভার
আমি আজ ছেলে যে তোমার।

জ্বর

জ্বর থেকে উঠে আসি কবিতার কাছে
কবিতা নিষেধ করে ভ্রূকুটিতে, পাছে
আরো ফের জ্বর আসে, হাতের গেলাস
হাতে নিতে ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠে ত্রাস
একি আজও জ্বর আছে! তাবলে কবিতা
তোমাকে পাবো না? আমি নিত্যসমর্পিতা—
সান্ত্বনাপ্রবণ তার তৎসম শব্দের
সুদূরে ঘুমিয়ে যাই জেগে উঠি ফের
স্বপ্নে দেখি সকৈলাস সচামুণ্ডা দেব
দীক্ষিত করছেন ঃ হাসছে মোহান্তি সাহেব।

কবিতা পাঁচালী

কিছুটা কৌতুক ছিল কিছুটা আগ্রহ
কিছুটা কি প্রবণতা? তাই দুর্বিসহ
তাই এই মায়াপাক? তাহলে এখন
কবিসম্মেলনে যত্রতত্র দেব মন?
লিটলম্যাগ সম্পাদক সম্বর্ধনা সভা
এইসবে ধনেপুত্রে হবে কি রবরবা।
আমার সময় কই, মোহনার মুখে
তুমি থাকো লক্ষ কবি সঙ্গে মনোসুখে।

মফস্বল

ফিরে আসবে বলেছিলে তুমিও তো কথা দিয়েছিলে।
পুরনো শপথ থাক কুড়ি বছরের বন্ধ ভ্রমর কৌটোয়।
কৌতুকপ্রবণ রাস্তা পথতরু পাতার গা বেয়ে পড়া জল
প্রথাজীর্ণ কাঁটাজমি প্রান্তরের প্রকীর্ণ পাথর
ঠাণ্ডা বারান্দার স্তব্ধ হলদে লাল অর্কিড সিঁড়িতে
ও এলো কে এল যেন, ঘরে নিঃশ্বাসের শব্দ—সবই
পুরনো রীতিতে বাজে, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো নিয়মে
বৃদ্ধ হতে হতে তীব্র মুঠো খুলে চমকে উঠি যেন
ফিরে আসবে বলেছিল কেউ আমাকে কথা দিয়েছিল।

এমনি ক'রে

এমনি করেই যাবে?
আমরা একা একা
শূন্য ঘরে শুধু
টুকরো স্মৃতিগুলি
দেখবো নেড়ে চেড়ে
আমরা ধূধূ চোখে
ধূসর চৌকাঠে
দেখবো পথরেখা
আকাশ ছুঁয়ে আছে?
ক্যালেন্ডারে কবে
এমনি ক'রে লেখা
খুঁজব দুজনাতে!
মন কেমনের মেঘে
বৃষ্টি যদি ঝরে
ব্যাকুল হাওয়া যায়
ব্যথার সীমানায়
আমরা তাকে দেবো
একটি ছোট চিঠি
আমরা ভালো আছি
তোমরা ভালো থাকো

আসেনি সে। আসে না সে। শুধু তার সুদূর প্রতিভা
বিকেলের মেঘে মেঘে গেরুয়া গান্ধার, শুধু তার
রূপকথার অর্বাচীন মূর্খ নট টাল সামলে হাঁটে
শীর্ণ সাদা মেঠো পথে পোড়ো মন্দিরের দেশে একা
জংলীমুখ নষ্ট চোখ শ্বাসকষ্ট কণ্ঠলগ্ন ভয়
খোয়াইস্মৃতির শিরা উপশিরা স্পষ্ট বড় তবুও রাজধানী
পথের শহর বন্ধু সম্ভাবনা পুরনো বইয়ের গন্ধ মাখানো ফুটপাত
উথালপাথাল হাওয়া—
নিভে যায় জ্বালানো লণ্ঠন।

জঙ্গলমহল

জটিল জঙ্গল শীর্ণ সিঁথিপথ বিষাক্ত লতা ও গুল্মে ঢাকা
বুনো গন্ধে ভারি হাওয়া, দমবন্ধ, চমকে দিয়ে ডেকে ওঠে পেঁচা
কোথাও হিস হিস শব্দ কোথাও কুল কুল শব্দ যেন
পোড়ো মন্দিরের চূর্ণ চাপা শিস বিশ্বাসঘাতক গল্প নাকি
আমি দ্রুত যেতে চাই, এরপর রয়েছে পাহাড় তার চূড়ো
রয়েছে আসরফি ভর্তি লুকোনো সিন্দুক আমি জানি
জানি কাটাকুটি রেখাচিত্রে খুবই গোপনীয় দুর্বোধ্য সঙ্কেত
অসম্ভব ওঠা, আরো অসম্ভব নেমে যাওয়া, আর এ দুয়ের মাঝখানে
শিকড় বাকড় সহ প্রায় উপড়ে পড়তে পড়তে বীভৎস খুশীতে
নিজেকে নিঃশেষ করা—
তাই বিনিময় করি বন্ধুর শরীর
তার দীপ্ত খাজুরাহ তার তীব্র বাদশাহী মেজাজ
তার লাল অশ্বারোহী ক্ষিপ্রতা সঙ্কটে ধূর্ত প্রত্যাঘাত জয়
এই স্বযাচিত শিল্পক্রীড়া এই যযাতিবিচ্যুত প্রবণতা
জাদুর পুঁথির মত কাঁপতে থাকে জঙ্গলমহলে জমে ছায়া

ক্লাশ

হেসোনা বাবারা গল্প কোরোনা পিছনে
সামনে তাকাও গিরিখাত যাবে তলিয়ে
ব্ল্যাকবোর্ডে দেখ প্রতিরূপীবাদী লককে
কনুই-এ গুঁতিয়ে যতই হাসাক বন্ধু

ডিসেম্বরেই হবে তোমাদের টেস্ট তো
পাশে পানপাতা নিচু মুখ ওই মেয়েটি
চোরাটানে জানি শিরা ধরে আহা টানছে
প্রেমিকের মতো কবিতা টবিতা নিয়ে কি
নিবেদিত হবে ছুটি হলে পদপ্রান্তে
বুড়ো হলে ঠিক এরকমই হয় বাতচিৎ
রাগ ক'রে বাবা দিয়োনা ফাঁসিয়ে পেটটি
একেবারে খাঁটি মধ্যবিত্ত ছাপোষা
জানে মরে যাবো, তার চে যা খুশী করোগে
হাসো নাচো গাও পড়ুক এখুনি ঘণ্টা
বাস এলে আমি ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়বো।

ছুটির শেষে

ইস্কুল খোলার ঠিক মুখে এই নিম্নচাপ! আমি
সমস্ত ছুটিটা চক্ষে তৃষ্ণা নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা
করেছি। প্রার্থনা করলে আজকাল পূর্ণ হয় না। হতো
একদা। তখন খুব জপ ধ্যানে তন্ময় থাকতাম।
তখন ঈশ্বর খুব মন দিয়ে শুনতেনও সব কথা।
এখন বিরোধাভাসে ত্রাসে শুদ্ধ অনীশাত্মা যাই।

সংসার

তিরিশ বছর সামান্য কি? ফুরোয় তবু কেমন গল্প
নটে গাছের, পরস্পরের মুখের দিকে সহসা চাই
ধূর্ত ছায়া চতুর আলো ক্ষিপ্র হাতে বয়সকে ঠিক
যেমনটি চাই স্থির রেখেছে, প্রহর শেষের প্রসন্নতা
একটু ভাবি—বিকেলবেলার হাওয়ার মতন বিষণ্ণ কি?
স্মৃতির জলে সজল চোখের অন্যমনস্কতার ভেতর
অর্থবিহীন সংলাপে সব স্তব্ধ কেমন, মনে পড়ে না?
সহস্রবার হারতে হারতে জয়ের নেশা? মনে পড়ে না?
মরুদ্যানের ছায়ায় দুজন জ্যোৎস্নাপাগল শুয়েই আছি?
নিভিয়ে আলো? উড়িয়ে ধুলো? পুড়িয়ে দিয়ে অশনবসন?
তারায় তারায় মান অভিমান ছড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে যাওয়া

হাওয়ার জালে মায়ার জালে তৃপ্তিবিহীন ক্ষান্তিবিহীন?
সব কথা শেষ? সব ব্যথা শেষ? তিন জোড়া হাত চার জোড়া হাত
ডাকছে ব্যাকুল স্নেহার্ত—আজ নিমজ্জিত আকণ্ঠ এই
শূন্য ঘরে পূর্ণ ঘরে একলা দুজন ধরিত্রীতে।
তিরিশ বছর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত? চলো আর একটু যাই
আর একটু আর একটু—দেখি প্রান্তে কোথাও পান্থশালা
ঠিক যদি সেই মরুদ্যানের মতন মেলে বিশাল আকাশ।

সংস্কার

পাপের অভ্যাসে পাপ মনে হয় না।
এরকমই সব গল্প ঘিরে।
অভ্যস্ত সমস্ত রেখা প্রথাজীর্ণ সমস্ত প্রতিভা
স্তব্ধ হয় যেন ওঠে নিঃশব্দ নিষেধ
যেন শব্দহীন দেশে
মুণ্ডহীন কবন্ধকৌতুকে
সারি সারি লুব্ধচোখ
সারি সারি উড়ন্ত শকুন
আর সে সবের ছায়া ছায়ার পেছনে শুধু ছায়া
এক বিন্দু আলো কাঁপে বহু উর্ধে
জলবিম্ব মেঘের কিনারে।

মায়াপারাবার

আমার একটাই কথা, কীভাবে যে বলব, জানি না তা।
আমার একটাই গল্প, কী হবে তা বানিয়ে বানিয়ে
এক্ষুনি নিঃশেষ করা। তাই যাই না, পাছে বলে ফেলি
কারো কাছে, একা একা আপনার মনে কেটে যায়
দিনের রাতের তীক্ষ্ণ মৌন মুহূর্তের হাহাকার।

যাইনা কি? পায়ে পায়ে অন্যমনস্কের অন্ধকারে
কারো কাছে গিয়ে বসতে জেনে নিতে এ ব্যথার নাম?
যাইনা কি? বুঝে উঠতে কেন কান্না ধরিত্রী ভাসায়?
আমি তো চিনি না তাকে, সে আমার কেউ নয়, তার

অনাদিকালের মগ্ন স্মৃতিমুখ স্বচ্ছ জলভার
শুধু বুকে আজীবন শুধু চোখে ঝাপসা হতে থাকে।

আমার একটিই দুঃখ তার রুক্ষ রুদ্রাক্ষের মালা
কাকে দেওয়া যায় বলো? চিরকাল লুকিয়ে লুকিয়ে
এসেছে মন্থর মেঘ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হাওয়া
কিংবদন্তী অন্ধকার স্বপ্নের ভিতরে নিরন্তর—
খালি হাতে ফিরে যেতে একটি অনন্ত অপেক্ষায়।

যেন একথার ভার যেন এ গল্পের ভার মায়া পারাবার
আমি ব'সে আছি জলে অন্ধকার নৌকোর গলুইয়ে।

লেখালেখি

শেষ হতে না হতেই লেখা চ'লে যায়
আর ছাপা হয়ে যায় পাখিদের প্রেসে
আর ছাপা হয়ে যায় কাগজে ঘাসের
ছাপা হয় ধুলোদের সংকলনেও!

সকালের রোদ এসে হাত পাতে তাই
দুপুরের মেঘ এসে বলে কই কই
বিকেলের ছায়া মুখ ভারি ক'রে থাকে
এত লেখা দু'হাতে ও যায় বলো যায়?

সব শারদীয় নয়, খুব ছোট ছোট
কে পড়ে কে পড়ে না তা জানে ভগবান
ওদেরও কি বইমেলা সংখ্যা বেরোয়?
একটি কাগজ হবে আমাকে নিয়েই!

বৃষ্টির দেশ থেকে পেয়েছি খবর
ওরা দেবে বড়সড় সম্বর্ধনা
হয়তো মন্ত্রী এসে সরেজমিনেও
দেখতে পারেন সেনাবিমানে চেপে।

গমন

মনে মনে একনিষ্ঠ তাকে পেতে তীব্রভাবে পেতে।
বাইরে যাকে আসতে দেখ তার জন্যে বিশ্বাসপ্রবণ
গার্হস্থ-রাত্রির মালা পূর্ণকুম্ভ প্রিয় অভিজ্ঞান।
এসব অভ্যস্ত পাপ। মূল্যবোধ ডাস্টবিন উপচায়।
জীবনের অন্য অর্থ। মত্ত পতঙ্গের পাখা পোড়ে
এমন আগুন কই—অনাদিকালের দীপশিখা!
এমন আতুর অন্ধ মনস্তত্ত্ব-সম্মত গমন
এমন আদিম স্পষ্ট স্বরচিত মৌলিক সঙ্গম
পাঁজির তামাশা ভেঙে মুক্ত হয় চাঁদ ডুবে গেলে—
এখন বধির কোনো যবনিকা সামনে নেই যার
অন্তরাল আছে তার প্রতিটি অঙ্গের কান্না আর
বৈষ্ণব কবির মিথ্যে শ্রীরাধার বাসকসজ্জিকা
আমরা একনিষ্ঠ আজ মনে মনে, দ্বিচারিণী স্মৃতি
স্বৈরিণী নায়িকা রোজ বদলে যায় টুকরো হ'তে হ'তে।

অজয়

তুমি তাকে খোঁজো কেন? সেকি খোঁজে? সে কখনো খোঁজে?
সে কি অন্যমনস্কের ছলে দেখে, দেখেও দেখে না?
এর নাম দাহ, তুমি দগ্ধ হতে হতে করো সমস্ত স্বপ্নের অবসান।
এর নাম মোহ, তুমি মুগ্ধ হতে হতে করো সমস্ত বৃত্তির অবসান।
অবসিতলোকে দেখ সে তোমাকে প্রণতি মুদ্রায় ....
অবসিতলোকে দেখ তুমি তাকে অভয় মুদ্রায় ....
ছলচ্ছল শব্দে গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করছে অজয়ের অনাদি বেদনা।

নিত্যযাত্রী

অনাহত দৃষ্টি যায়, আহত প্রহত হয়ে ফেরে।
কেউ আসে না। কে আসে না? আসব বলেছিল?
আজ কি বাসে বেশি ভিড়? ঘাম হচ্ছে, বাতাস বইছে না
অসহিষ্ণু পা মাড়িয়ে যাছে আসছে আনাড়ি যাত্রীরা
ভাড়া নিয়ে এত তর্ক হয়না যেন, দেশ-বিদেশ-রাজা-উজীর বধ

অশ্লীল খিস্তিতে এত কদাকার লাগে না কখনো।
অনাহত দৃষ্টি ফেরে আহত প্রহৃত হয়ে ফেরে।
কেউ আসে না মুছে দিতে এ সমস্ত, এত কষ্ট,
যৎসামান্য দৃষ্টির সম্পাতে।

বাড়ি

বাড়ি ঠিক খুঁজে পাবে
বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা করো
দু-কিলোমিটার পরে সাইনবোর্ড
'কৃষি আধিকারিকের প্রধান করণ'
ডাইনে, বাঁয়ে
সোজা নেমে গেছে রাস্তা
সামনে মস্ত ইঁদারাকে বাঁয়ে
রেখে বেঁকে সোজা গেট
ত্রিভুজের মত আর্চ
মানিপ্ল্যান্টে ঢাকা—।
হয়বরল-র মত হল না খানিক?
তাহোক; সন্ধ্যায় এসে
ভববন্ধনের গান পাবে
সকালে রজনীকান্ত ...
বাড়ি ঠিক খুঁজে পাবে
না পেলে না পেতে পারো আমাকে কেবল।

সুন্দর

নিজেকে ভুলিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কিছু নয় আর
লোকে তো কতো কি নিয়ে থাকে জানো। এছাড়া আমার
আর কিছু জানা নেই। আর এতো দাহহীন আগুন কোথাও
আমি তো পাইনি কিনা। ধূধূ পথ উপুড় উধাও।
যাওয়া নাকি আসা তাও বোধে নেই। বৃষ্টি পড়ে থামে
ঝড় বয় শান্ত হয়—দিশেহারা, ডাইনে বামে ডাইনে নাকি বামে?
কি জানি, যেদিকে যায় দুচোখ, নিজেকে ভোলাবার
এমন সুন্দর স্নিগ্ধ ধ্বংস নেই ধ্বংস নেই আর।

আবৃত্তির সন্ধ্যা

হঠাৎ মনে পড়ল, আমি তোমাকে নিয়ে কিছু
লিখেছি, ছিঁড়ে ফেলেছি কবে ভুলেছি সেই কথা
তুমি তো চিঠি লেখোনি আর। স্মৃতির পিছু পিছু
কী করে তবে এলাম? কেন এলাম নীরবতা?
শুধুই দেখা শুধুই শোনা কাউকে কেউ কই
দিয়েছি কোনো কথা তো মনে পড়ে না তবে, তবে?
চুম্বনেও যায়নি যাকে একটু ছোঁয়া বই
আবৃত্তির সন্ধ্যা যাক তাহলে পরাভবে।

মৃত্যুর পর

এভাবে কখনো নষ্ট করে কি কষ্টের কারুকাজ?
প্রবাদেই আছে দাতায় দেয় তো বিধাতা দেয় না জানো?
কতো সাবধানে রক্ষা করা যে প্রয়োজন অভিমানও
তা কি বলে দিতে হবে আর? বোঝো মর্মে মর্মে আজ।

সব বুঝে শুনে চাঁদ ডুবে গেলে উঠে আসে তবু দেহ
জলতল থেকে এখনো নিটোল যেন ঘুমন্ত, তাকে
ডাকে বোজা চোখে ভোজা চোখে ভেজা শরীরে বলো তো কাকে
একথা বোঝাবে এ মৃত্যুরও পরে চুমু খায় কেহ কেহ!

অল্প

আমার অল্পই চাই। তোমার ও অফুরন্ত দান
সামান্য অঞ্জলি উপচে প'ড়ে যায় পথের ধুলোতে।
তোমার সর্বস্বে যার অধিকার তাকে সব দাও।
আমি তৎক্ষণাৎ চোখ তুলে নেব
চোখ থেকে
স্পর্শ মাত্র পেলে।
আমার অল্পই চাওয়া যৎসামান্য পাওয়া।

একদিন

একদিন মনে হবে তাকে কেন ডাকিনি তখন
সে সময় হুহু হাওয়া সে সময় ধূধূ পথ খালি
হয়তো হতেও পারে বৃষ্টি টৃষ্টি বিকেল বেলায়
সহজে বাসে না কেউ ভালো; ভালবাসা সহজ কি খুব?
একদিন মনে হবে একা পথে ভুল হয়ে গেছে
পথের দু'প্রান্তে আমরা পেরোবো সন্ধ্যার দুটি নদী।

একসময়

যখন আমার দুঃখ আর আমার নিজস্ব থাকে না
তোমাদের মুখে চোখে লেগে থাকে বুকের ভিতরে
সেই ভারহীন বেলা দেখা হয় আমার নিজের সঙ্গে একা
স্থির হয়ে আসে সব, বাতাসও থাকে না এরকম
শূন্য লাগে, মুহূর্তেই ফেটে যাই ছড়াই গড়াই
শিকড়ে শিকড়ে এই সসাগরা সৃষ্টির অণুতে
আমার সহস্র শীর্ষে সহস্র চক্ষুতে ঝ'রে যায়
ত্রিভুবন আমার স্বদেশ ত্রিভুবন আমার স্বদেশ
একা আমি চিরকাল অথচ কখনো একা নই
এত দল এত সংঘ এত দ্বন্দ্ব মুখরতা সমস্ত আমার
চোখে ভ'রে ওঠে জল বুকে ভ'রে ওঠে শুধু জল
প্রলয় পয়োধি যেন চরাচর আচ্ছন্ন গোধূলি
কে যেন কুড়িয়ে রাখে মায়াবীজ কে যেন রক্তিম করতলে
আর তার লোলজিহ্বা আর তার কৃষ্ণ কেশরাশি
আর তার অন্ধকার অগম্য রহস্য ঢেকে হাসে
গমকে গমকে দুলে দুলে ওঠে শূন্যরূপ অনির্বচনীয়
আমার সমস্ত দুঃখ ঝ'রে পড়ে পিছনে প্রান্তরে
আমার অনন্ত সুখ ঝ'রে পড়ে পথে পথে অনেক পিছনে
আমার নিজস্ব কিছু আমার নিজস্ব কিছু কিছুই থাকে না

পণ

সহস্র প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসতে হয়
অনন্ত প্রতীক্ষা ঝ'রে ঝ'রে পড়ে গ'লে গ'লে যায়—
এ জীবন এত মিথ্যে এত শূন্য? মাধ্যমিক, শোনো
আমি তো শ্রমণ নই, শূন্যবাদে আমাকে কখনো
দীক্ষিত করোনা। আমি সংঘহীন ধর্মহীন তথাগতহীন
একা। যাই। ফিরে আসি। উদ্বেগব্যাকুল পথে পথে।
আমার গার্হস্থ্য ভেঙে পুড়ে যায় উড়ে পুড়ে যায়
সন্ন্যাসের দিকে—একা শব্দভীরু পায়ে পথে বাজে
জন্মের মৃত্যুর ধ্বনি যেতে আসতে, মুঠোতে প্রবল জলস্রোত
কী যে গাঢ় ঘুমে ক্লান্ত অবসন্ন ডুবে যাই মৃত্যুর মতন—
তুমি কি প্রতীক্ষা-প্রিয়? তাই আমার জন্মমৃত্যু পণ!

অন্য নামে আর এক পোশাকে

কাকে বলব? যারা আছে আমার চারপাশে? তারা সব
অন্ধ ও বধির আত্মা মনোহীন হৃদয়বিহীন।
নমস্কার করি দূর থেকে। গ্রাম্য মূর্খ ভেবে আমাকে তেমন
পাত্তা দেয় না। কৃপা। যাই হাড়পাঁজরসর্বস্ব কিনারে
প্রবল প্রবাহ থেকে, দূরে যেতে যেতে, মনে পড়ে
প্রপিতামহের গ্রাম প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ অন্ধকরতলে জল
সমূহ সত্তার? দুলে লণ্ঠনের ঘরে ফেরা আলো
অন্ধকার তেপান্তরে এখনো রক্তের দীর্ঘ নিরন্তর স্রোতে
সুখ দুঃখ পার হয়ে ভালো মন্দ পার হয়ে পাপ পুণ্য ছেড়ে
আর এক জন্মের জন্যে। ফিরে আসব। ফিরে আসতে হবে।
কেবলই আমাকে? একা? আবার নতুন ক'রে তবে
প্রত্যেকের সামনে এসে পরিচিত হতে হবে অন্য নামে আর এক পোশাকে!

ডাক

যদি বলো চ'লে যাই, কখনো ফেরার কথা হলে
ভিড় হবে বৃষ্টি হবে চেনা সুকঠিন হবে শীর্ণ পথরেখা।

এরকমই মনে হয় আর ডাকে শ্রাবণের সজল আকাশ।

আমার তো নাম নেই তাহলে কী ভাবে বুঝি আমাকেই ডাকে!

কবিকে

জানতে তো চাইবেই লোক ক'টা বই কী কী পুরস্কার
যেমন অনূঢ়া জানতে ইচ্ছে করে গায়ের রঙ মাইনে ক'টা পাশ
তাতে তুমি দুঃখ পেলে কে কী করবে; সেবার যেমন
তুমি অধ্যাপক ভেবে গলতে গলতে মাস্টার শুনেই একজন
পাথর, তাতে কী? যদি মেয়েটি না সাড়া দেয় ওকে
বিব্রত করোনা, ফেরো, লেখা পাঠিয়ো না
তোমার পাড়ার
সুভেনিরে দুটি-একটি ছাপা হোক বাঁকুড়ার পুরুলিয়ার
শৈবালে ছত্রাকে।
কৃষ্ণে কর্মফল দেয় তুমি শুধু চেষ্টার মালিক
তোমাকে তোমার পথ নিজে খুঁজে নিতে হবে তরুণ বালক।

একজনের কথা

তুমি কবি সম্বোধন করে চিঠি লিখেছিলে
দীর্ঘ কবিতা লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলে
নিমন্ত্রণ করেছিলে বাড়ি যাবার খাবার বেড়াবার
বই জামা প্যান্টের কাপড় দেবার—
তুমি লিখিয়ে নিয়েছিলে প্রাচীন পদাবলী
শিখিয়ে দিয়েছিলে ভেসে যেতে যেতে
কীভাবে দেখতে হয় যাতে না ভিজে যায় সর্বস্ব
তুমি এখন অনেকদিনের লিফ্‌টের ভিতর
শেষ তলার ছাদের কার্নিসে
ডায়মন্ড পার্কের দক্ষিণে
আমার সঙ্গে ছবি
ঝাপসা ছেঁড়া ভেজা ভেজা ফাঙ্গাসে ফ্যাকাশে
শুধু সেই স্টীলের চামচের কিছু ক্ষতি হয়নি
শুধু সেই 'বিজয়া' আশ্বিন হলেই ফিরে ফিরে আসে
আমাদের আর কোথাও কোনোদিন দেখা হবে না, বলো?

ভয়

এতদূর দেখো সামনে যেতে ভয় লাগে
চোখে চোখ রাখতে কেঁপে উঠি
মনে হয় এইভাবে অধিকারহীন কাছে আসা
ভালো নয়, তবু আসি, তুমি হাসো, ফিরি।
ভবিষ্যতের কাছে অতীতের থেকে
নাকি তাও ঠিক নয়—জন্মের পাহাড়
মৃত্যুর পাহাড়—তুমি ওপারে সমুদ্র চেয়ে দেখো
আমার কী ভয় করে? নাহলে আমূল
কেন কেঁপে উঠি?
শূন্যে বড় ভয় লাগে
নিঃস্ব অবসানে বড় ভয়।

ধুলোবন্ধু

কোনও মানে নেই ব'লে এরকম ছন্নছাড়া
পথে পথে যেতে ভালো লাগে
কারো মুখে আলো নেই
কারো ঘরে পবিত্রতা নেই
তাই বাইরে তোমাদের স্নেহে
ডুবে যেতে ভালো লাগে এত
ধুলো বন্ধু, বালি বন্ধু, ছেঁড়াপাতা বন্ধুরা আমার।

পুরনো গল্প

মেয়েটি আসেনি আজ বাসে তাই কেরানি ছেলেটি
উদাসীন জানালায়, অন্যদিন বধ করে রাজা ও উজীর
মেয়েটি সবার সঙ্গে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে চোখে
বিরক্তি না অনুরক্তি অন্য নিত্যযাত্রীরা কৌতুকে
পড়তে চেষ্টা করে কিন্তু দেবা ন জানন্তি ভুলে যায়
একসময় নেমে যায় মেয়েটি নেমেই হাঁটে মেঠো পথে একা
সাঁওতাল পল্লীর এক প্রাথমিক ইশকুলে পড়াতে
কেরানি ছেলেটি দ্রুত অপসৃয়মান দৃশ্যে নিজে ভাসায়
একটি আসন্ন গল্পে নটে গাছ একটু একটু পাতা মেলতে থাকে।

কবি কাহিনী

স্বপ্ন দেখে কবি হবে, রাত জেগে রুলটানা কাগজে
সযত্নে লাইনগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে লেখে রোজ
সুন্দর বিচিত্র শব্দবাক্য যার অধিকাংশ অর্থহীন আর
ছন্দের বালাইহীন—তবু আন্তরিকতা পূর্ণ সব
লেখে আর খামে ভরে পাঠায় প্রচুর পত্রিকায়
যাকে বলে লিটল ম্যাগ, দুটি চারটি ছাপাটাপা হয়
বিখ্যাত পাক্ষিকও একটি ছাপব বলে চিঠি দেয় তাকে
কবিসম্মেলন থেকে সম্বর্ধনা সভাটভা থেকে
চিঠি আসে চাঁদা চায় ডেলিগেট ফি টি এইসব
প্রায়ই কলকাতা যায় কফি হাউস বসন্ত কেবিন
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে হরিশ চাটার্জী স্ট্রিটে বনমালি লেনে
অলিতে গলিতে প্রায় প্রতি মাসে পকেট খালি করে
ফিরে আসে স্তোক নিয়ে পিঠে চারটে থাপ্পড় নিয়েও
বাঁকুড়ায় পুরুলিয়ায় মেদিনীপুরে সাঁওতালডি সিউড়িতে
কলকাতার অকুলীন কুলীন ও দুচারজন প্রায়ই
ছুটিতে আসেন জমে পাঠের আসর খাদ্যে পানীয়ে পদ্যেতে
আসেন ও ফিরে যান পাঠাবেন ছাপব বলে তাঁরা
একটি ভীষণ মিথ্যে স্বপ্নে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রেখে ...
অবশেষে বই বেরোয় একটি দুটি কারো আরো বেশি
যার যা সাধ্যের মধ্যে, ধুলো পড়ে হলদে হয় পাতা
পুট ভাঙে জীর্ণ হয় প্রচ্ছদের মুখরতা গলে
স্বপ্নের কুটিল জলে ঘাড় নিচু পদ্য লেখে অদ্যাবধি প্রায় প্রৌঢ় কবি।

ছোঁয়া

আমার বিষণ্ণ পথে তুমি থাকো ঘরে নাইবা এলে
কতটুকু ঘরে থাকি, পথে পথে কাটে যে জীবন
ডানায় সামান্য স্পর্শ পেলে আর মাটিতে নামব না
চোখের গভীর তলে ছুঁয়ে দাও কেঁপে উঠি
আকাশঅবধি।

ইশকুল মাস্টার

ইশকুল মাস্টার আজ হিরোহন্ডা স্পেলন্ডার চালায়
মাসে দশ হাজার স্কুলে টিউশানিতে হাজার পাঁচেক
বাড়িতে রঙিন টিভি অ্যাকুইরিয়াম স্পেনিয়াল
বিচিত্র পাথরে ঠাণ্ডা মেঝে টবে সুন্দর অর্কিড
দুধশাদা পাজামা পাঞ্জাবীতে তাকে হিরো হিরো লাগে
বিশেষত নাম ধ'রে ডেকে উঠলে শালোয়ার কামিজ।
আলো অন্ধকার বারান্দায় বৃদ্ধ পিতা ছানি চোখে
স্মৃতিদগ্ধ ঃ গ্রাম্য স্কুল মাসে একশো কুড়ি টাকা, তাও
ছ'মাস ন'মাস পরে, ময়লা ধুতি হাওয়াই চপ্পল
চশমায় সুতোর ডাঁটি শব্দরূপ ধাতুরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়
ঘণ্টা পড়ে ঘণ্টা পড়ে চরাচরে দীর্ঘদিন ঘণ্টা পড়ে যায়।

ঋণ

আমারও তো মনে হয় এই জীবনের ঋণ
দ্রুত শোধ হয়ে যেত, যদি তোমাদের মুখে চোখে
দেখা যেত সেই আকাশ সেই নদী সেই ভাঙা গ্রাম
আদুল দীঘির জল ধান খেত আলপথ খাল
যদি ফিরে যাওয়া যেত আরেক জন্মের জলে ভেসে
এতে কি কারোর কোনো ক্ষতি হয় কারো
মহাভারতের পবিত্রতা যায়, মনে হলে, আমারও এখানে?

চিতার কিনারে

তুমি বলেছিলে তাই এই বৃষ্টি এই ঝড়ো হাওয়া
এমন বিষণ্ণ রাত এমন মর্মরতল সজল অলীক
স্মৃতির সমস্ত শস্য ঝ'রে যায় একদিন ফাটলে ফাটলে
যায় আসে আসে যায় দিনানুদৈনিক দুঃখ সুখ
ভুলে থাকা বেড়ে ওঠে প্রসারিত হয়ে ওঠে রোজ
তুমি বলেছিলে তাই জেগে আছি নিভে যাওয়া চিতার কিনারে।

চূড়া

অনেকদিন রেখে এসেছি বালির সেই চিতা
ঢেকে এসেছি খড়ের ঘর মাটির সেই উঠোন
চেপে রেখেছি অন্ধকারে জোনাকি এই বুকে
অনেকদিন বাড়ি ফিরিনি একাকী হেঁটে হেঁটে
একেকজনের এমনি হয়, কেবল জল পড়ে
একেকজনের এমনি হয়, কেবল ঝড়ো হাওয়া
একেকজনের এমনি হয়, বালির পরে বালি
গভীর তলে মগ্ন রেখে জাগায় নীল চূড়া

কালযমুনা

ভীষণ দুর্ভাগ্য তবু এভাবেই দেখে যেতে হবে
আজ আর নতুন স্বপ্ন দেখা যায়, যায়?
পরিণামহীন জল বেড়ে ওঠে চিবুক অবধি
বটের পাতায় কেউ বীজগুলি রেখে দেবে ঠিক
তা না হলে কী উপায়ে আমাকে আবার
ফিরে আসতে হবে—এই তুমিহীন ব্যাকুল ভুবনে!

দুঃখ

প্রতিটি রেখাই তীক্ষ্ণ নিষ্করুণ
পাথরের শিরা উপশিরা
রক্তবাহী আরক্তিম
রোদ্দুরের লাবণ্য ছড়ানো
সজল মেঘের ছায়াসুদূর বনের গন্ধ লাগা
পাতায় ও গুল্মে ঢাকা
অধোমুখ ভেঙে পড়া বাহু
পায়ের শিকড়ে নত প্রণামের মত
সসাগরা ধরিত্রী আমার!

পাথর

পাথরও তো ফেটে যায় পাথরও তো গলে
সেকি হৃদয়েরও চেয়ে বেশি স্তব্ধবাক?
কী কষ্ট কী ব্যথা তার নিজেও জানে না
অনন্ত জন্মের পথে অনন্ত মত্যুর পথে পথে
পরিণামহীন বৃষ্টি আর মেঘে আর ঝোড়ো হাওয়া
আর তার মাঝখানে হাহাকারময় যে জীবন
জীবনের টলোমলো বিন্দুগুলি জলবিন্দুগুলি
ভেসে যেতে যেতে ভেঙে টুকরো হতে হতে
চেয়ে থাকে ঝুঁকে এই কিনারায় পাতার ওপরে
তোমার মুখেই চেয়ে তুমি তার কতটুকু জানো?
কতখানি অভিমানে গেরুয়া তোমার উত্তরীয়?
জটায় জটিল চূড়া পদতলে নিরীহ মৃত্তিকা
কতটুকু করুণায় জানো বাঁচে সহস্র অর্বুদ?
পাথরও তো ফেটে যায় পাথরও তো গলে
মানুষের হৃদয়ের চেয়ে সেকি বেশি নমনীয়?

সহসা হাত ধ'রে

সহসা হাত ধ'রে এই যে বাধা দাও আর আমি ফিরে আসি একলা
দাঁড়াও পথে পথে এই যে চিরকাল ফুরোয় সব কটি গল্প
মুড়োয় নটে গাছ এই যে অসময়ে এই কি পরিণাম জন্মের?
তাহলে মৃত্যুর মায়াবী আলো ছাড়া কী করে রচে এই বৃত্ত?
আমার নামহীন আমার রূপহীন দেশ ও কালহীন সত্তা
লুটোয় পথে পথে ধুলোতে বালিতে যে তোমারই সেকি নয় লজ্জা?
দাঁড়াও, আর নয় এবার বাধা দিলে রুখবো দিয়ে সব শক্তি
দাঁড়াও, চিনে গেছি, লুকোতে পারবে না ছড়িয়ে দিয়ে কোনো স্বপ্ন
তোমারই হাত থেকে নিয়েছি এই দেখ কালের মত নীল খড়্গ
এবার সম্মুখে নিজের হাতে নিজে ছিনিয়ে নেব এই মুণ্ড
যা খুশী নাম দাও লিখবো, দায়ী নও, এ নিছকই এক হত্যা।

মুক্তি

অলীক জেনেও অন্ধ আসক্তির মুঠো
শক্ত ক'রে চেপে ধরি, শিকড়ে শিকড়ে
তীব্র শোষণের স্রোত, শাখায় শাখায়
হুহু হাওয়া, শব্দহীন কোটরে কোটরে
রাতের পাখির ডানা, বদ্ধমূল স্মৃতি
সংস্কার অন্ধকার পিপাসপ্রবণ—
এরকমই, এর বেশি স্বপ্ন নেই কোনো
জাগরণহীন শিরস্ত্রাণহীন একা
কালের প্রান্তর সামনে পিছনে এবং
প্রান্তর পেরিয়ে নদী তার শব্দধ্বনি
আতুর ও অনাহত—ধরো টানো তোলো
সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নাও চলো
গলিতহস্তের ফাঁকে ঝ'রে যাক সব
ঝ'রে যাক ঝ'রে যাক ঝ'রে ঝ'রে যাক
শূন্যতার গাঢ় নীলে ঢাকুক যা কিছু
এখনো নামের মধ্যে এখনো রূপের মধ্যে আছে
তোমাদের দুঃখে কষ্টে সকলর মুখে
আব্রহ্মস্তম্বের মধ্যে ওতপ্রোত সব
স্বপ্ন ভেঙে জেগে যাক সংঘ ভেঙে ভেঙে
ধর্ম ভেঙে তথাগত বুদ্ধের ভেতর
অনাগত অন্ধকার রাত্রির ভিতর
অনীশাত্মা ধরিত্রীর সত্তার ভিতর
নিষ্পলক নিরঞ্জন চক্ষুর ভিতর
এছাড়া নিজস্ব আর কোনো ত্রাণ নেই
ছায়ার ভিতরে ছায়া ভেঙে দেওয়া ছাড়া
কোনোই অতীত নেই ভবিষ্যৎ নেই
সমস্ত জেনেও কিছু লাভ নেই, আছে?
শুধু সারি সারি হাত শরীরবিহীন
অনন্তমূলের মধ্যে অলীক পরিধি
শূন্যের ভিতরে সূর্য নিভে যায় আজ
বোধ হয় ব্যাকুল বীজগুলি আর কেউ
এলোচুলে দ্রুত হাতে কুড়িয়ে রাখবে না!

বৃষ্টি বিদ্যুৎ

মনে রাখে না কেউ।

কেউ রাখে না? তবে
জলের বুকে ঝুঁকে
কী জানতে চায় জবা?

মনে রাখে না কেউ।

কেউ রাখে না? তবে
বালির শাদা চিতা
শুধুই ডাকে আয়!

মনে রাখে না কেউ।

কেউ রাখে না? তবে
দরকার ব্যাকুল পরাভবে
কে গায় রবীন্দ্রনাথ?

ফিরে আসে না কেউ।
মনে রাখে না কেউ।
বৃষ্টি পড়ে আর
বৃষ্টি পড়ে আর
বিদ্যুৎ চমকায়।

একা

যাও গিয়ে বসো ওই বেদীর ওপরে
দেখি দম্ভ কতদূর যেতে পারে আজ
স্পর্শ করো দেখি আজ ইন্দ্রিয়স্বভাব
দেখি কী জেনেছো ওই মেধা বিক্রী করে
বৃত্ত ভেঙে বৃত্ত গড়ে বৃত্ত ভেঙে বৃত্ত হয়ে যায়

আমি কেন কোনোদিন যাইনা সভায়
সামান্য পিঁপড়েও জানে
জানে মৃত বন্ধুরা এখন
নিজেই জানি না ব'লে চুপচাপ এসে
ব'সে থাকি অন্ধকার কাঁসাইয়ের তীরে।

তোমার মুক্তি

শুধুই দুঃখের কথা বলো না অমন
শুধুই কষ্টের কথা বলো না ওভাবে
আনন্দ পাওনি বুঝি? তাহলে তখন
তা কেন দাওনি বলো কোপন স্বভাবে?

মনেই বন্ধন মনে মুক্তি মনে মনে
তবে কেন অত শক্ত ধরেছো শরীর?
শুধু সংঘে? একা নও বিপুল বন্ধনে
সমূহ বসুধা ঘিরে তোমার সহস্র চক্ষু শির!

অন্তিম

এইবার তুলে নাও এ বধির যবনিকা তুমি
বড় কষ্ট বড় দুঃখ বড় বেশি আঘাত ও অপমান হলো
ঘুমে স্বপ্নে কেটে গেল সম্পূর্ণ জীবন সারাদিন
এবার রাতের তীরে খেয়াহীন একা ব'সে থাকা
অন্তত যাবার আগে ভেঙে যাক দীর্ঘ ঘুম দুঃস্বপ্ন আমার
অন্তত নৌকোয় উঠতে উঠতে যেন দেখা হয় যাবার সময়

সে

কেউ করেনি বারণ
দেয়নি প্ররোচনা
মস্ত একটা কারণ
সে কিছু জানত না

জীর্ণ প্রথারীতি।
একশো বছর পরে
যে হবে সম্মতা
সে ছিল তার ঘরে।

হয়নি যে গান গাওয়া
পায়নি মানুষ যাকে
এখনো সেই হাওয়া
আসেনি—সব তাকে

এমন করেছিল।
কেউ তাকে বুঝতো না।
স্তোত্রে ভরেছিল
দেবীই—সে খুঁজত না।

নিজে

নিজেকে নিজে নিঃস্ব ক'রে তোমাকে দিই দোষ
তোমার কোনো হাত ছিল না কখনো হাত নেই
আমার শত্রু আমিই কিনা, মনকে চোখ ঠার
বোঝাই এবং সোজাই আসি তোমার কাছে একা
জবাবদিহির জটিল ঝুরি বৃদ্ধ বটতলে।

যেভাবে মানুষ যায়

আর সেই নিষ্কলুষ পবিত্রতা নেই
তোমার ও নষ্ট হাতে স্পর্শ পেতে আগ্রহীও নই
তবু যাই, যেভাবে মানুষ যায় পুরনো অভ্যাসে
প্রথম পাপের কাছে দ্বিতীয় পুণ্যের কাছে তৃতীয় সন্ধ্যায়

বাস্তুসাপ

আমারও গ্রামের পথ বাঁশবন সরোবর ঘিরে
খড়ের চালের জ্যোৎস্না অর্জুনের জোনাকির ঝাঁক
মোরগঝুঁটির দীপ্ত মধ্যাহ্নের ছায়ার জটিল
পোড়ো মন্দিরের মধ্যে হাওয়ার রহস্য—সব ছিল
এখনো স্মৃতির মধ্যে আঁকাবাঁকা আলপথ ঢাকা
সুদূর নদীর রেখা রাত্রির অশ্বত্থ নীল চোখ
বালির চিতার ঠাণ্ডা মৃত হিম বিষণ্ণ নিঃশ্বাস
ভাঙা দেওয়ালের চিহ্ন কণ্টকিত খেজুরের ভয়—
বাস্তুসাপ চিরকাল একই দুধকলা ভালবাসে?

এই মৃত্যু

আমার সমস্ত মৃত্যু ভয়ের, এবার
মৃত্যু হোক জয়ের নির্ভয়।
যেন হাসিমুখে তাকে ডেকে নিতে পারি
যেতে পারি আনন্দে বিহ্বল।
এবার আমার মৃত্যু যেন নিঃস্ব হাতে যেতে পারে।

'মাকে' চিঠি

ছুঁয়ে আছি মৃত্তিকায় আকাশপরিধি জুড়ে তোকে
তবু কিংবদন্তি হাওয়া হুহু করে কেঁপে ওঠে মন
আমার একমাত্র 'মা' কে কোনো 'ঋষি' ভুলিয়ে দিয়েছে
তার শক্তিবিভূতিতে বৃদ্ধবাক মা আমি এখন
ছবিতে ভরে না বুক চিঠিতে না দূরভাষে এক টুকরো স্বর
সমস্ত হৃদয় নিংড়ে ভিজিয়েছে গাঢ় শঙ্খে ঘর।

এসময়

এরকম রীতিহীন ধর্মে তবে এবার ফুরোলো
অত্যন্ত সামান্য গল্প, মুড়োলো এ সংসারের ন'টে।
এখন মন্থর হাওয়া, ঝরতে ঝরতে দুটি একটি পাতা
এখনও শাখায় লগ্ন—কী সুন্দর নির্মেঘ আকাশ
অনির্বচনীয় দিন রাত্রি তীব্র অস্থির প্রহর
আজ আর আসে না প্রশ্ন দেখাশোনাহীন এসময়
নিরভিমানের নিঃস্ব নীলে ব্যাপ্ত চরাচরময়
দুটি দীর্ঘ চোখ তার সুদূর দৃষ্টির স্পর্শে ছোঁয়
পৃথিবীর সব দুঃখ সব জ্বালা শান্ত অনিমেষ
কয়েকটি নিবিড় প্রথা ভেসে যায় ছিঁড়ে খুঁড়ে পুঁথি।

দুটি মুখ

আমি তো একা যাব আমি তো একা যাব
সঙ্গে কোনো কিছু নেবো না ব'লে
এখানে এত দূরে অনেক ঘুরে ঘুরে এড়িয়ে সব চোখ—
তবুও তুমি!
তবুও স্মৃতি! আর পারি না এত ভার
নামিয়ে দিয়েছি যে
পথেই কবে
তাহলে কেন হলো আবার দেখা হলো!
আমাকে শুধু একা আসতে হবে?
কেউ তো যায় আসে কেউ তো ভালবাসে

কেউ তো দিয়ে যায় শুধুই ঘৃণা
দেখো তো দুটি মুখ
সমান উৎসুক
তাকিয়ে আছে চোখে
চেনো কি তাকে? তুমি দেখেছো কিনা?

অনবসান

এই যে শেষ হলো ফুরোলো, এ তো
নিছক তামাশার! তবুও দেখ
দু'চোখ জলভারে মাটিতে নত
হৃদয় থরো থরো কী যেন চায়!

এই যে শেষ হলো ফুরোলো, এ তো
মূঢ়ের বেদনার! তবুও শোনো
হাওয়ার হাহাকার! কী যেন গেল তার?
কী গেল? কে নেবে এ জলভার?

ফুরোলো, শেষ হলো, এ অবসান—
তবুও কেন আলো আরম্ভের!
তবুও কেন বীজ অনিঃশেষ!
শুরু ও শেষ দুই হাতে নিলাম

এই তো। তবে এসো। অথবা যাও।
আমার স্বরচিত আমারও সব
মুক্তি বন্ধন ঘৃণা ও প্রেম—
আমিই তুমি হয়ে আমাকে খাও।

তুমিই আমি হয়ে তোমাকে তাই
অর্থহীন মূঢ় ক্রুশে ঝোলাই
শাস্ত্রহীন মূঢ় বিরহানলে
দগ্ধ হতে হতে আমিও যাই

এই তো মজা। যাও। তোমরা যাও।

ছন্দের ভেতরে

অনেকদিন ছিলে না
এলে এমন অসময়ে
একটু বসো তোমাকে
কথা বলার আছে ঢের
সময় নেই? তাহলে
থাক। আসলে কেউ আজ
কবিতা পড়ে? একদা
তুমি কবিতাগত ছিলে।
কোথায় যাবে এখনি?
ছায়া দীর্ঘ বড় দেখ
লুকিয়ে আছে অবিশ্বাস
এবং সন্দেহ
অনেকদিন ছিলে না
তুমি, এখনো কেহ কেহ
ছন্দে করে বাস।

মাকে

অভিমানে যদি আত্মহত্যা করি
তাকে কী বলবে পৃথিবী?
আজ আর বাসযোগ্য নও তুমি।
আজ আর তোমার হাওয়ায়
সেই বিশুদ্ধ গান নেই
আজ আর তোমার জলে
সেই পবিত্র স্নান হয় না
আজ আর শস্যে সেই মাধুকরীর
স্পর্শ পাই না
মানুষ আজ সব গ্রাস করেছে বসুন্ধরা
আমার অভিমান আমাকে
মনুষ্যত্বহীন এই লোক থেকে
লোকান্তরে যেতে প্ররোচিত করছে মা
তুমি নিয়ে যাবে?

বালক

মা, তুমি নিষেধ করেছো ব'লে যাইনা
আর না গিয়ে দেখেছি
কেউ কোথাও আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে নেই
হৃদয়জীর্ণ এই ভুবনে
ভাগ্যিস তুমি ছিলে
তাই তোমার আঁচল ধ'রে ধ'রে
ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব স্থানকাল
পেরিয়ে গেলাম
মাতৃহীন হলে কী যে হতো!

দেখাশোনা

এখন লাগে না কিছু ভালো
তাই এত এত বেশি একা।

তোমরা আমাকে বৃথা ডাকো
আমি আর বাইরে যাব না।

বাইরে ভীষণ কোলাহল
জয় পরাজয়ের শিবির।

একদিন এই কথা ব'লে
তুমি ফিরে যাবে তুমি যাবে।

তখন হবে না দেখাশোনা
তোমার আমার কোনোদিন।

লগ্ন

টের পাই সময় হয়ে আসছে।
কীসের সময়, কীসের?
তা জানি না।
শুধু টের পাই
থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে
একটা সন্ধিলগ্ন
ঠিক এগিয়ে আসছে।
এজন্যে কী করতে হবে?
তা জানি না।
শুধু উদগ্রীব নির্বন্ধের মতো
আমি তাকিয়ে আছি।
আমার দু'হাতে একটা পথের
দু'প্রান্ত স্থির।

চুপ

কতো কথা ছিল।
উপযুক্ত ভাষা ছিল না।
কতো ব্যথা ছিল।
সব ধুলোয় ঢেকে রাখলে।
সব বালিতে ঢেকে রাখলে।
সব উড়িয়ে দিলে ঝরাপাতায়।
সব পুড়িয়ে দিলে দুঃখে।
এমনও ব্যর্থ হয় কেউ কোনোদিন।
ছোট্ট কীট অসীম আকাশ
সবাই গানের গলা পেয়েছে।
এতেই তোমার আনন্দ হলে
চুপ ক'রে থাকি।

নির্লজ্জ নিরভিমান

আমি তাকিয়ে থাকি ব'লে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো
তাতে মুখমণ্ডলের সামান্য একটু দেখতে পাই
সেখানে কখনো আলো পড়ে কখনো ছায়া
কখনো ভালবাসায় কখনো ঘৃণায়
সে অংশ আতুর হয়ে ওঠে
দুইই আমার কাছে সমান ব'লে আমার
তাকিয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে হয় না
শুধু হুমড়ি খেয়ে পড়া লোকচক্ষু থেকে সরিয়ে নিতে হয়
আমার লোভ আমার শুধু একটু দেখার লোভ
তাছাড়া যদি কোনোদিন সরাসরি তাকাও
যদি কখনো স্পর্শ পেয়ে যাই ওদুটি চোখের—
আমার রক্তকোরকে যে দোদুল্যমান সংকোচ
আমার হৃৎকমলে যে বিকাশোন্মুখ পুলক
আমার চিত্তলোকে যে উদ্বোধনের অপেক্ষা
যদি সে স্পর্শে তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত না হয়ে ওঠে?
তাই এই নির্লজ্জ আরতি নিরভিমান নিবেদন।

মহিমান্বিত বিরোধাভাস

যদি কথা বলো তাহলে কী ক্ষতি?
যদি জিজ্ঞেস করো কেমন আছেন?
যদি একদিন পাশাপাশি হেঁটেই যাও?
এইসব ইচ্ছে করে আমার। মনে হয়
এইরকম কিছু ঘটুক। তাতে কী হবে?
সহজেই একটি ফুল ফুটে উঠতে পারে
অনায়াসেই একটি সুগন্ধ জন্ম নিতে পারে
অন্তরতম গুহায় জ্ব'লে উঠতে পারে মঙ্গলরশ্মি
নির্মল চিদাকাশে পরিপ্লাবিত হতে পারে রাকারজনী।
কিন্তু মায়াবিনী প্রকৃতি তার পর্যাকুল লীলায়
রচনা করেছে শূন্যতার ও পূর্ণতার
এক মহিমান্বিত বিরোধাভাস
যার বেদনায় আমরা কেউ কাউকে চিনেও চিনি না।